NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বঙ্গের আরএসএস কর্মী লেখক'রা হিন্দুত্বের হীরের কুচি

উচ্চ শিক্ষার জন্য পাড়ি দেওয়া যেতেই পারে বিদেশে ৮

কলকাতা ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ১২ ফাল্গুন ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৫৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.02.2025, Vol.18, Issue No. 255 8 Pages, Price 3.00

রাশিয়াকে বন্দি বিনিময়ের প্রস্তাব জেলেনস্কির

■ তিন বছর পূর্ণ হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের। দুদেশের এই রক্তক্ষয়ী সংঘাত কবে থামবে এই প্রশ্নই এখন আন্তর্জাতিক মহলে। ইউক্রেনে শান্তি ফেরাতে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দিতেও রাজি প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এবার তিনি জানালেন, রাশিয়ার হাতে সমস্ত বন্দিদের তুলে দিতে রাজি। বদলে বন্দি বিনিময় করতে হবে মস্কোকেও। এভাবেই যুদ্ধ থামানোর পথে এক ধাপ এগোতে হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার ক্ষমতায় ফিরতেই বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে জেলেনস্কির সঙ্গে। দিন কয়েক আগেই ইউক্রেনের রাষ্ট্রপ্রধানকে স্বৈরাচারী বলে তোপ দেগেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এমনকি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরুর জন্যও তিনি জেলেনস্কিকেই দায়ী করেছিলেন। ট্রাম্পকে পালটা দিতে ছাড়েননি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টও। তবে এবার লড়াই বন্ধ করার পথে হাঁটতে চান তিনি। যুদ্ধের তিন বছর পূর্তিতে কিয়েভে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে যোগ দিয়েই জেলেনস্কি বলেন, 'ইউক্রেনের সমস্ত বন্দিদের ছেড়ে দেওয়া উচিত রাশিয়ার। বদলে আমরাও সমস্ত রুশ বন্দিদের মস্কোর হাতে তুলে দেব। আমার মনে হয় এভাবেই শান্তির পথে এগোতে আমাদের প্রথম ধাপে যাওয়া উচিত।'

আরজি কর তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট জমা সিবিআইয়ের

■ শিয়ালদহ আদালতে আরজি কর মামলার তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট জমা দিয়েছে সিবিআই। জানানো হল, দ্রুত এই মামলার অতিরিক্ত চার্জশিট আদালতে জমা দেওয়া হবে। এ ছাড়া, সিবিআই দাবি করেছে, আরজি কর মামলায় টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের ফোনের সিম কার্ডটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখনই তা ফেরত দেওয়া যাবে না। অভিজিৎকে গ্রেপ্তার করার পরেই তাঁর সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত করেছিল সিবিআই। তা এখনও ফেরত দেওয়া হয়নি। অভিজিৎ এই মুহূর্তে জামিনে মুক্ত। তাঁর পরিবারের তরফে সিম কার্ড ফেরত চেয়ে আদালতে আবেদন জানানো হয়েছিল। তার প্রেক্ষিতেই সিবিআই জানায়, ওই সিম কার্ড তদন্তের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই আপাতত তা ফেরত দেওয়া যাবে না। সিবিআইয়ের আইনজীবী ওই সিম কার্ডটিকে তদন্তের 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ' বলেও উল্লেখ করেছেন।এদিকে, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনার তদন্ত নিয়ে আবার অসন্তোষ প্রকাশ করেন নির্যাতিতার বাবা-মা। সোমবার শিয়ালদহ আদালতে ধর্ষণ-খুনের মামলার শুনানিতে বিচারকের সামনে তাঁরা বলেন, 'সিবিআই সাত মাস ধরে তদন্ত করছে। কিন্তু তারা আমাদের কিছুই জানায়নি।' সেই কথা বলতে গিয়ে নির্যাতিতার পরিবার টেনে এনেছেন কলকাতা পুলিশের তদন্তের কথাও। তারা জানায়, এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশ পাঁচ দিন তদন্ত করেছিল। সেই সময় এক দিন তারা যোগাযোগ করেছিল। কী করছে, তা সব জানিয়েছিল।

চিকিৎসকদের সঙ্গে মেগা বৈঠক

বেতন বাড়ালেন মমতা

সাসপেনশন প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেদিনীপুর মেডিক্যালে নিশ্চয়ই গাফিলতি ছিল। জুনিয়র চিকিৎসকদের ঘাড়ে পুরো দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি। সোমবার চিকিৎসকদের সঙ্গে মেগা বৈঠকে স্যালাইন কাণ্ড নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'শাস্তি' পাওয়া জুনিয়র চিকিৎসকদের সাসপেনশন প্রত্যাহার করলেন তিনি। সোমবার মমতা বলেন, 'নিশ্চয়ই নেগলিজেন্স ছিল। তদন্ত হচ্ছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলব না। হয়তো তাঁরা এখনও পাকাপোক্ত হয়নি। তাঁদের হাতে সবটা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। তাঁদের সাসপেনশনটা তুলে দেওয়া হল।' মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি জুনিয়র চিকিৎসকরা।

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিকিৎসকদের জন্য সুখবর। এবার ইন্টার্ন, হাউস স্টাফ, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি-দের ভাতা ১০ হাজার টাকা করে বাড়ানোর কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে রেসিডেন্ট চিকিৎসকদের মাসিক বেতন ১৫ হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে। সোমবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক থেকে বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তাতেই প্রেক্ষাগৃহের মধ্যেই আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন চিকিৎসকরা।

বলা বাহুল্য, সোমবার ডাক্তারদের মুখোমুখি হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ধনধান্য স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয় বৈঠকের। সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রের চিকিৎসকরা-সহ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকেই চিকিৎসকদের ভাতা বাড়ানোর ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'স্পেশালিস্ট চিকিৎসকদের বেতন বাড়ল ২৫ হাজার টাকা। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট-পিজি ট্রেনিদেরও স্টাইপেন্ড বৃদ্ধি করা হবে ১০ হাজার টাকা। সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তারদের বেতন বাড়ল ১৫ হাজার টাকা। চিকিৎসকেরা ন্যূনতম ৮ ঘণ্টা করে দিন।'

সেইসঙ্গে মমতা আরও জানান, 'চিকিৎসা মানেই সেবা, তাদেরকে জানাই স্যালুট। তাই চিকিৎসকরা প্রাইভেট প্র্যাক্টিস করতে যেতে পারবেন ৩০ কিমি এলাকা পর্যন্ত, আগে এটি ছিল ২০ কিমি। স্যালাইন কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত জুনিয়র চিকিৎসকদের সাসপেনশন তুলে নেওয়ার হল। এখন হাসপাতালের সুরক্ষা বাড়ানো হয়েছে।' একথায় বলা যায়, ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বিশেষ সম্মেলন থেকে চিকিৎসকদের একাধিক সুখবর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নিয়োগ জট নিয়েও এদিন সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠক থেকে এই বিষয়ে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কয়েক লক্ষ ছেলেমেয়ের নিয়োগ বন্ধ হয়ে আছে। কারণ ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে একটা মামলা করা হয়েছে। তবুও ৪ লক্ষ ৪২ হাজার মানুষকে টেলি মেডিসিন মাধ্যমে সেবা দেওয়া হয়েছে।'

সেইসঙ্গে স্বাস্থ্য কাঠামো নিয়ে মুখ খোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, 'বাম আমলে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তলানিতে ঠেকেছিল। তৃণমূল সরকারের আমলে ৪০ হাজার বেড বেড়েছে। রাজ্যে আরও পাঁচ হাজার প্যারা মেডিক্যাল কর্মী নিয়োগ হবে। ডেঙ্গি, কালাজ্বর টিকায় বাংলা ১ নম্বরে। সেই সঙ্গে ২৬ হাজার নার্সিং এবং এমবিবিএস-এ ৪ হাজার ৩৪৫ সিট বেড়েছে। এখন রাজ্যের স্বাস্থ্য কাঠামোর উন্নতি হয়েছে।' চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিয়ে মমতা বলেন, 'মহিলা চিকিৎসকদের জন্য হস্টেলের ব্যবস্থা রয়েছে। হাসপাতালের সুরক্ষা বাড়িয়েছি। এবার থেকে হাসপাতালে সুরক্ষার দায়িত্বে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের নিয়োগের ভাবনা নেওয়া হয়েছে। মানুষদের কাছে চিকিৎসকদের অবদান অপরিসীম। চিকিৎসকদের রাজনীতির কোনও রঙ নেই। তাঁরা মানবতার মুখ।'

ইভটিজিং নয়, দুটি গাড়ির রেষারেষিতে মৃত্যু তরুণীর

পানাগড় কাণ্ডে দাবি পুলিশের

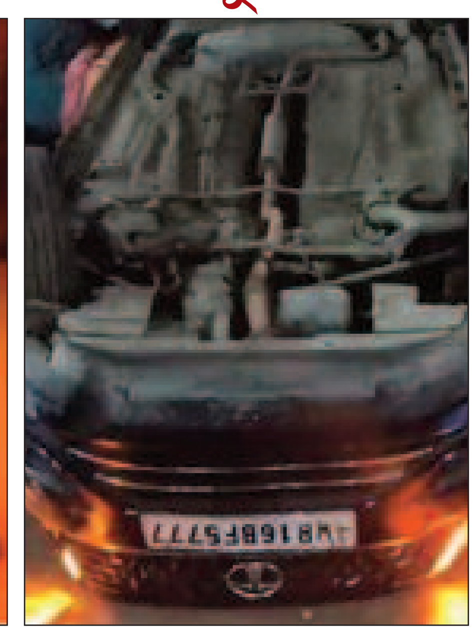

সুজিত ভট্টাচার্য্য ● কাঁকসা

ইভটিজিংয়ের ঘটনা নয়। দুটি গাড়ির রেষারেষিতে দুর্ঘটনা। তাতেই প্রাণ হারিয়েছেন নৃত্যশিল্পী তথা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার কর্ণধার চন্দননগরের বাসিন্দা সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়। সোমবার পানাগড় কাণ্ডে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই দাবি করল পুলিশ।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে আসানসোল-দুর্গাপুরের নগরপাল সুনীল চৌধুরী দাবি করেন, তরুণীর গাড়িই নাকি ধাওয়া করছিল 'ইভটিজার'দের সাদা রংয়ের ক্রেটা গাড়িটিকে। আর রেষারেষির জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায় তরুণীর গাড়ি।

এদিন 'ইভটিজিং'য়ের দাবিকে ভিত্তিহীন বলে দেগে দিয়ে নগরপাল বলেন, 'ওভারটেক করতে গিয়ে সমস্যার সূত্রপাত। ক্রেটা গাড়ি আগে ছিল। তরুণীর গাড়ি পিছনে। ইভটিজিংয়ের কোনও ঘটনা ঘটেনি। দুটো গাড়ির মধ্যে রেষারেষি হচ্ছিল। ওঁরা জাতীয় সড়ক দিয়ে যেতে পারত। সরু গলিতে ঢোকার মুখে দুর্ঘটনা।' তিনি আরও বলেন, 'তরুণীর গাড়িতে থাকা বাকিদের অভিযোগের ভিত্তিতেই এফআইআর দায়ের হয়েছে। অভিযোগকারীরা ইভটিজিংয়ের অভিযোগ করেননি। তদন্ত চলছে। গাড়িতে থাকা অন্যান্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' দাবির স্বপক্ষে সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে বলেও দাবি সিপির।

পুলিশের দাবি, সাদা গাড়ির 'ইভটিজার'রা পানাগড়ের রাইসমিল এলাকার বাসিন্দা। তাদের এখনও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। আটকও করা হয়নি। অবশ্য পুলিশ কমিশনারের যুক্তি, 'ওরা এখন বাড়িতে নেই।' ঘটনার পর কেটে গিয়েছে ১৬ ঘণ্টা। তারপরেও কেন গ্রেপ্তারি শূন্য সে প্রশ্ন উঠছে। সাধারণত কোনও ঘটনা ঘটলে আগে তদন্ত করা হয়। তারপরই ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে জানায় পুলিশ।

এমন রোমহর্ষক ঘটনার পর পুলিশ অভিযুক্তদের জেরা কিংবা গ্রেপ্তার না করে কেন তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠক করে 'ইভটিজিং'য়ের তত্ত্ব পুরোপুরি খারিজ করে দিল, স্বাভাবিকভাবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

মহিলার সাথে থাকা যুবকরা অভিযোগ তোলেন, রবিবার গভীর রাতে একটি ছোট গাড়িতে করে চালক-সহ মোট ৫ জন চন্দননগর থেকে গয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। বুদবুদে আগে একটি পেট্রোল পাম্পে মহিলার গাড়িতে তেল ভরানোর পর থেকে পানাগড়ের কয়েকজন যুবক একটি ছোট গাড়িতে করে তাদের কটূক্তি করতে করতে আসে। রাস্তায় দুটি গাড়ির মধ্যে ঠোকাঠুকি হয়। পানাগড় ঢোকার পর মহিলার গাড়িটি পানাগড়ের গাড়িটিকে ধাওয়া করে। পরে পানাগড় বাজারের রাইসমিল রোডের মুখে তাদের গাড়ি পানাগড়ের যুবকরা আটকাতে গেলে ছোট গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পানাগড়ের যুবকদের গাড়ির সামনের অংশে ধাক্কা মেরে রাইস মিল রোডে দ্রুত গতিতে ঢুকিয়ে দিলে ছোট গাড়িটি প্রথমে একটি দোকানের খুঁটিতে ধাক্কা মারার পর রাস্তার ধারে বাথরুমের দেওয়াল ভেঙে রাস্তার ওপর প্রান্তে রাস্তার ধারে পরে থাকা লোহার যন্ত্রাংশে ধাক্কা মেরে রাস্তার উপর উল্টে গিয়ে লাট্টুর মত কয়েক পাক ঘুরতে থাকে। সেই সময় গাড়িতে থাকা মহিলার মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই।

অন্যদিকে, মৃতার মা দেহ বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় কাঁকসা থানায় মেয়ের দেহ নিয়ে এসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানানোর পাশাপাশি যাদের অনৈতিক ভাবে আটকে রাখা হয় তাদের ছাড়ার জন্য দাবি জানান। ঘটনার জেরে কাঁকসা থানা চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে পরে পুলিশ মৃতার পরিবারকে দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে দেহ নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন মৃতার মা ও পরিবার।

স্বাস্থ্য সচিবকে আর একটু সিরিয়াস হওয়ার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমকে আরও 'সিরিয়াস' হওয়ার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দপ্তরে আধিকারিক স্তরে মতানৈক্য কমাতে যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি করতে বলেন তিনি। আরজি কর-কাণ্ড এবং তার পরবর্তী আন্দোলনে বার বার প্রশ্ন উঠেছিল স্বাস্থ্যসচিবের ভূমিকায়। আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের অন্যতম দাবি ছিল স্বাস্থ্যসচিব পদ থেকে নিগমের অপসারণ। তবে মুখ্যমন্ত্রী বরাবরই পাশে থেকেছেন নিগমের। প্রতি বারই তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, স্বাস্থ্যসচিবের অপসারণের দাবি মানা সম্ভব নয়। সেই নিগমের কাজ নিয়ে এ বার চিকিৎসকদের সম্মেলনেই প্রকাশ্য মঞ্চে অনুযোগের সুর মমতার গলায়।

সোমবার কলকাতার আলিপুরের 'ধনধান্য' প্রেক্ষাগৃহে রাজ্যের সর্বস্তরের চিকিৎসকদের নিয়ে একটি সম্মেলন আয়োজিত হয়। সেখানে রাজ্যের সিনিয়র ডাক্তার, জুনিয়র ডাক্তার এবং অন্য ডাক্তারি পড়ুয়ারা ছিলেন। সম্মেলনে প্রায় ৩৮ মিনিট বক্তৃতা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তৃতার সময়ে মঞ্চেই বসেছিলেন স্বাস্থ্যসচিব নিগম। বক্তৃতার শেষ ভাগে স্বাস্থ্যসচিবের কাজ নিয়ে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। নিগমকে আর একটু 'সিরিয়াস' হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রশাসনিক কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য ৮-১০ জন আইএএস আধিকারিককে নিযুক্ত করা হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরে। পাশাপাশি, চিকিৎসকেরাও রয়েছেন। নিগমের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কিন্তু একটা মতানৈক্য সব সময় হয়। তোমরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ আরও একটু বৃদ্ধি করে, সুন্দর করে, ভাল করে কাজ করো।'

বক্তৃতায় আরজি কর-কাণ্ডে নির্যাতিতার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতিও সমবেদনা জানান মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকার যে দোষীর উপযুক্ত শাস্তিরও পক্ষে, তা-ও স্পষ্ট করে দেন তিনি। মমতা মনে করিয়ে দেন, আরজি কর-কাণ্ডে দোষীর শাস্তির দাবিতে তিনি নিজেও রাস্তায় নেমেছিলেন। রাজ্য সরকারের 'অপরাজিতা' বিলের প্রসঙ্গও আসে মুখ্যমন্ত্রীর কথায়। স্বাস্থ্য দপ্তরের 'বদনাম' রুখতে আধিকারিকদের আরও উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। মমতার কথায়, 'অনেক কাজ হয়েছে স্বাস্থ্যে। কিন্তু একটি-দু'টি কাজের জন্য কেউ কেউ আমাদের নামে বদনাম করে।' মুখ্যমন্ত্রী সমবেত চিকিৎসকদের জানান, সুপ্রিম কোর্টে কেউ অভিযোগ জানিয়েছিলেন, রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে নাকি তুলোও পাওয়া যায় না! সে কথা শুনে ব্যথিত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

'বেতন বৃদ্ধির জন্য লড়াই করিনি', ক্ষোভ জুনিয়র ডাক্তারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেতন বৃদ্ধির জন্য তাঁরা আন্দোলন করেননি। এই বৃদ্ধি তাঁদের প্রাপ্যই ছিল। সরকারি হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারদের বেতন বৃদ্ধির কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করার পরে এমন দাবিই করলেন আরজি কর-কাণ্ডে আন্দোলনকারী চিকিৎসকেরা। তাঁদের আক্ষেপ, যে বিষয়গুলি নিয়ে তাঁরা আন্দোলন করেছিলেন, তা নিয়ে সোমবার চিকিৎসকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মেলনে কোনও কথা হয়নি। উল্টে প্রত্যেক মেডিক্যাল কলেজে বাৎসরিক উৎসব (ফেস্ট)-এর জন্য যে টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার, তা নিয়ে নতুন করে 'দুর্নীতি' হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বেশ কয়েকজন জুনিয়র ডাক্তার। সোমবার সরকারি হাসপাতালে ইন্টার্ন থেকে পোস্ট ডক্টরেট ট্রেনি পর্যন্ত সর্বস্তরের জুনিয়র ডাক্তারদের বেতন বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন। এর পরেই আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারেরা অসন্তোষ প্রকাশ করে জানান, গত ছ' বছর ধরে মাইনে বাড়েনি তাঁদের। এটা প্রাপ্যই ছিল। উত্তরপ্রদেশ ছাড়া প্রায় সব রাজ্যের জুনিয়র ডাক্তারেরা এ রাজ্যের থেকে বেশি বেতন পান বলে দাবি করেন আন্দোলনকারীরা। তাঁরা বলেন, 'আমরা মাইনের জন্য আন্দোলন করছিলাম না। এটা আমাদের দাবি ছিল না। মাইনে বৃদ্ধি করে সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিপন্ন করা হল যে, ডাক্তারেরা মাইনের জন্য আন্দোলন করছিলেন।' আন্দোলনকারী এক জুনিয়র ডাক্তার জানিয়েছেন, তাঁদের যে দাবি ছিল, তা নিয়ে কোনও কথা হয়নি সম্মেলনে। হাসপাতালে সিসি ক্যামেরা বসানো, কেন্দ্রীয় 'রেফারেল' ব্যবস্থা নিয়ে কোনও কথা হয়নি।

নীতীশের রাজ্যে ভোটের প্রচার শুরু মোদির

'বছরে ৩০০ দিন খাই সুপারফুড মাখানা'

পাটনা, ২৪ ফেব্রুয়ারি: বিহারে বিধানসভা ভোটের প্রচার অঘোষিত ভাবে শুরু করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার ভাগলপুরে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের উদ্বোধন এবং প্রধানমন্ত্রী কিষান যোজনার ১৯তম কিস্তির টাকা বিলির কর্মসূচিতে বিহারের উন্নয়নে তাঁর সরকারের নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরলেন তিনি। এ বারের কেন্দ্রীয় বাজেটে বিহারে মাখনা চাষিদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ বোর্ড গড়ার কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। পাশাপাশি, বাজেট বক্তৃতায় বিহারে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফুড টেকনোলজি' গড়ার কথা ঘোষণা করেছেন। মোদি সোমবার মাখনা বীজকে 'সুপারফুড' চিহ্নিত করে আন্তর্জাতিক বাজারে তার বিপণনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর দাবি, প্রাতঃরাশের মেনুতে মাখনার চাহিদা বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য, 'আমি বছরে ৩০০ দিন তো এই বীজ খাই।' প্রসঙ্গত, বিহারে দেশের ৮০ শতাংশ মাখনা উৎপাদন হয়। যদিও পরিবেশবিদদের একাংশ অভিযোগ তুলেছেন, জলাভূমিগুলিতে মাখনা চাষের ফলে জীববৈচিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গত ১ ফেব্রুয়ারি বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী নির্মলা মধুবনী প্রিন্টের শাড়ি পরে পটনা বিমানবন্দরের উন্নতির জন্য বরাদ্দ ঘোষণাও করেছিলেন। মগধভূমের শিল্প ও পরিষেবা পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য চারটি নতুন গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর এবং বিহতায় একটি ব্রাউনফিল্ড বিমানবন্দর নির্মাণের কথাও বাজেট বক্তৃতায় জানান তিনি। সেই সঙ্গে পাটনা আইআইটির পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থবরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ভাগলপুরের জনসভায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের উপস্থিতিতে কেন্দ্রের সেই দরাজ সাহায্যের কথা ঘুরেফিরে এসে মোদির বক্তৃতায়। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সূত্রের খবর, দেশের মোট ৯.৭ কোটি কৃষক সাড়ে ২১ হাজার কোটি টাকা সোমবার পেয়েছেন বিহারে মোদির কর্মসূচি থেকে। রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশনের আওতায় মোতিহারিতে 'সেন্টার ফর এক্সেলেন্স ফর ইন্ডিজেনাস ব্রিডস'-এর উদ্বোধন এবং বারাউনিতে দুধ উৎপাদন প্রকল্পের সূচনাও করেছেন। উদ্বোধন করেছেন কয়েকটি রেলপ্রকল্পের।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২১/০২/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর হুগলী, কোর্টে ৭৮৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Raghav Kumar Mistry (old name) S/o. Dinesh Kumar Mistry R/o. near Mahua Gach, Manuspur Basti, VTC-Chinsurah-Magra, Bandel Junction, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Raghav Kumar Sharma (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Raghav Kumar Mistry & Raghav Kumar Sharma S/o. Dinesh Kumar Mistry উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০২/২০২৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৩৯৯ নং এফিডেভিট বলে Subhankar Datta S/o. Surja Kiran Datta ও Subhankar Dutta S/o. S. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৭/২০২১ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ৪৯৭০ নং এফিডেভিট বলে আমি Usha Khan (old name) D/o. Ganga Prasad Khan, W/o. Santu Ghosh, R/o. J. C. Khan Road, Mankundu, Bhadreswar, Hooghly-712139, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Usha Khan (Ghosh) (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Usha Khan & Usha Khan (Ghosh) D/o. Ganga Prasad Khan, W/o. Santu Ghosh, উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Uddipta Ghosh.

Change of Name

I, **Omor Faruk Shaikh** S/o **Md. Firoj Shaikh**, residing at Vill.- Nazirpur, P.O.- Nazirpur, P.S. - Rejinagar, Dist.- Murshidabad, W.B shall henceforth be known as **Omor Faruk Sk** S/o **Md. Firoj Sk** as declared in the Court of the Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, South 24 PGNS. vide Affidavit No. 641 Dated 10/01/2025. **Omor Faruk Shaikh** S/o **Md. Firoj Shaikh** and **Omor Faruk Sk** S/o **Md. Firoj Sk** both are same and identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৫ শে ফেব্রুয়ারি। ১২ই ফাল্গুন, মঙ্গল বার । দ্বাদশী যুক্ত ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা। বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে চতুষ্পাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ। কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর ছারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : সকালবেলা পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : কর্মে শান্তির বাতাবরণ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পূজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন। আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধ্য। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হাবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বৃদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ ব্যয় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : পুরাতন বান্ধবীকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোল্ডিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। আজ গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। কর্মে কালো পথ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দুর্গা মায়ের নাম করুন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অবনী কুমার মন্ডল, পিতা অনুকুল মন্ডল সাং কল্যানপুর, পোঃ তেজসিংহপুর, থানা রানীনগর, মুর্শিদাবাদ। দলিল নং 3622/17.05.1986 সাল A. D.S.R বহরমপুর বরাবর Power of Attorny 11.08.1981 SR 250 নং সতীশ কুমার চলেরা বিক্রয় করেন, নিংস্বত্ব হন। উক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকিলে ১ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন। থানা বহরমপুর, মৌজা নাগপাড়া ১০৩, খঃ নং ৩৪৮, দাগ নং ৯৮/২৬৩, পঃ-.০৩৩৩

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১) বিজয় কুমার পাল, পিতা প্রিয়লাল পাল ২) রেখা পাল, স্বাঃ বিজয় কুমার পাল সাং চুঁয়াপুর ঘোষপাড়া, থানা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। দলিল নং ৮৬৫৮/১৮.০৯.৮৯ A. D.S.R বহরমপুর বরাবর Power of Attorny দুর্গা প্রসাদ খাটিক Power নং ৬৩ উক্ত Power Holder বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকিলে ১ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন। তপশীল থানা বহরমপুর, মৌজা শিবডাঙ্গা বদরপুর, খঃ নং ৩৮৩, ৩৯৪, ৫৭১, ১৩২৩ দাগ ৪৪২ পঃ-.০১০৩

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল বৈশাখী বিশ্বাস, স্বাঃ সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস সাং ৯৯/৪ মধুপুর রোড, থানা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ১৬২০/২০০০ A.D. S.R বহরমপুর দলিল বরাবর শিবডাঙ্গা বদরপুর ৭৯ খঃ নং ৩৮৬, ৫৯২, ৯৭৬, দাগ নং ১৫২ পরিমান .০৩৩ Power of Attorny বাসন্তী দাঁ, স্বাঃ প্রনোব কুমার দাঁ স্বয়ং বিক্রয় করেন। উক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকিলে ১ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুস্মিতা ব্যানার্জী পান্ডে, স্বাঃ মিলন ব্যানার্জী সাং কল্যানপুর, পোঃ কৃষ্ণপুর, থানা নলহাটী, জেলা বীরভূম দলিল নং ৯৪২২/২৩ বরাবর Power of Attorny সুদীপ সরকার, পিতা "ননীগোপাল সরকার Power নং ২০৩/২০২২ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ব হন। উক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকিলে ১ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন। তপশীল থানা বহরমপুর, মৌজা সৈদাবাদ ১০০ খঃ নং ১৫০৯ দাগ নং ১৪১৬, পঃ-.০৩৩

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী শান্তনু পাত্র, পিতা- শ্রী শিবচরন পাত্র, বিগত ২০১০ সালের D.S.R-II বারাসাত অফিসে বুক নং-IV, Being No. 00708/2010, Page No. 2510-2521 নং আমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী স্বপন কুমার সাহা, পিতা- শ্রী হরেন্দ্র কুমার সাহার নিকট হইতে উত্তর হাট মৌজায় জে.এল নং-৭৮, এল.আর. খতিয়ান নং-১১৭, এল. আর. দাগ নং ৩১৫১, ৩২১৫, ৩২২০ নং দাগে ১ (এক) কাটা ১০ ছটাক, (কমবেশি ৩ শতক) পরিমান জমি অত্র অফিসে বুক নং- I ভলিউম নং-৫২, Being No.-15083/ 2010, Page No.- 160-171 সাফ বিক্রয় দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কারোর কোন আপত্তি থাকিলে Barasat-I, B.L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন।

মোবাইল নং - ৮৬১৭৭৪৭৫৬৭

ধন্যবাদন্তে
(মহিরুদ্দিন মন্ডল)
এ্যাডভোকেট
বারাসাত জাজেস কোর্ট

=বিজ্ঞপ্তি =

পাওয়ার দাতা: উষাসী বসাক, পিতা- স্বর্গীয় উত্তম কুমার বসাক, ৮০ পাথুরিয়া ঘাটা, স্ট্রীট, পোস্ট-বিডন স্ট্রীট, থানা-জোড়াবাগান, কলিকাতা-৭০০০০৬ পাওয়ার নং- 3688/23, খতিয়ান নং-১২, ১২৫, প্লট নং-৮১-4.৬৫ শতক, ১১২-০.৫০ শতক, ২৩৮-০.৫৮ শতক। কোবালা গ্রহীতা :-(১) জালিম মুর্ম্মু, পিতা-স্বর্গীয় কালিপদ মুর্ম্মু, (২) ঝর্ণা মুর্ম্মু স্বামী জালিম মুর্ম্মু, সাং ও পোস্ট-আড়াবনী, ওন্দা, বাঁকুড়া, দলিল নং-958/2024, Date-13.03.2024 (৩) সরস্বতী মুর্ম্মু স্বামী শক্তিপদ মুর্ম্মু, (৪) শক্তিপদ মুর্ম্মু পিতা স্বর্গীয় কালো মুর্ম্মু, সাং ও পোস্ট-আড়াবনী, ওন্দা, বাঁকুড়া, দলিল নং -958/2024, Date-13.03.2024 (৫) দুঃখী হাঁসদা, স্বামী মঙ্গল হাঁসদা, সাং ও পোস্ট-আড়াবনী, থানা-ওন্দা, জেলা-বাঁকুড়া, দলিল নং - 956/2024 Date-13.03.2024 (৬) শঙ্করী প্রসাদ চৌধুরী পিতা-স্বর্গীয় নারায়ণ চৌধুরী, ৭) রমেন্দ্র প্রসাদ চৌধুরী, পিতা -স্বর্গীয় নারায়ণ চৌধুরী, সাং ও পোস্ট-আড়াবনী, থানা-ওন্দা, জেলা-বাঁকুড়া। দলিল নং-962/2024, Date-13.03.2024 উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & LR.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ABHISHEK CHAUDHURI, Advocate,
Judge Court, Bankura Enrol No. F/423/652/2017

=বিজ্ঞপ্তি =

পাওয়ার গ্রহীতা-অরুপ কুমার বসাক, পিতা-স্বর্গীয় অজয় রতন বসাক, 127A মসজিদ বাড়ি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬। পাওয়ার দাতা-সীমা বসাক, স্বামী-অরুপ কুমার বসাক 127A মসজিদ বাড়ি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬। পাওয়ার নং-9188/23, J.L No-174 মৌজা- আড়াবানী, খতিয়ান নং-154, 125, Plot No-81 পরিমান-10 শতক, Plot No-112 পরিমান-1 শতক Plot No-238 পরিমান- 1 শতক। পাওয়ার গ্রহীতা-অভিজিৎ দত্ত পিতা- স্বর্গীয় অজিত কুমার দত্ত, 1/A ভবনাথ সেন স্ট্রীট, পোস্ট-শ্যামবাজার, থানা-টালা, কলকাতা-700004। পাওয়ার দাতা-রমা দত্ত ওর্ফে রমা বসাক, স্বামী-স্বর্গীয় অজিত কুমার দত্ত, 1/A ভবনাথ সেন স্ট্রীট, পোস্ট-শ্যামবাজার, থানা-টালা, কলকাতা-700004। পাওয়ার নং- 8956/23, খতিয়ান নং-125, 133, Plot No-81 পরিমান-18 শতক, Plot No-112 পরিমান-1 শতক Plot No-238 পরিমান-2 শতক। পাওয়ার গ্রহীতা-সৌমজিৎ বসাক, পিতা-মনোজ বসাক, ৮০ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট, পোস্ট-বিডন স্ট্রীট, থানা-জোড়াবাগান, কোলকাতা-700006। পাওয়ার দাতা-মনোজ কুমার বসাক ও মানাস কুমার বসাক, পিতা- স্বর্গীয় মৃগাঙ্ক শেখর বসাক, ৮০ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট, পোস্ট- বিডন স্ট্রীট, থানা-জোড়াবাগান, কোলকাতা-700006। পাওয়ার নং 91/90/23 খতিয়ান নং-120, 121, 125,, Plot No-81 পরিমান-১৮, শতক, Plot No-112 পরিমান-1 শতক, Plot No-238 পরিমান-2 শতক। পাওয়ার গ্রহীতা:-সোমা বসাক, স্বামী-স্বর্গীয়-উত্তম কুমার বসাক, ৮০ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট, পোস্ট-বিডন স্ট্রীট, থানা-জোড়াবাগান, কোলকাতা-700006। পাওয়ার দাতা-উষাসী বসাক, পিতা- স্বর্গীয় উত্তম কুমার বসাক, ৮০ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট, পোস্ট- বিডন স্ট্রীট, থানা-জোড়াবাগান, কোলকাতা-700006। পাওয়ার নং-3688/23, খতিয়ান নং-12, 125 Plot No-81 পরিমান-4.65 শতক, Plot No-112 পরিমান-0.50 শতক, Plot No-238 পরিমান-0.58 শতক। কোবালা গ্রহীতা-(১) জালিম মুর্ম্মু, পিতা-স্বর্গীয় কালিপদ মুর্ম্মু (২) ঝর্ণা মুর্ম্মু স্বামী-জালিম মুর্ম্মু, সাং ও পোস্ট-আড়াবনী, থানা-ওন্দা, জেলা- বাঁকুড়া। দলিল নং-965/2024, date-13/03/24। উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & L.R.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ABHISHEK CHAUDHURI, Advocate,
Judge Court, Bankura Enrol No. F/423/652/2017

নোটিশ

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যায় যে এডিএসআর ডোমজুড়, হাওড়া নিবন্ধিত বুক- ১, ভলিউম ৭, পৃষ্ঠা ১৫২৩ হইতে ১৫৩৬, নং ০২৩৫৭, বছর-২০১৪ দলিলের মাধ্যমে শ্রীমতী মধুমিতা বাসু, সাং- ৪৩নং চণ্ডীতলা লেন, পোস্ট ও থানা-রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা-৭০০০৪০, সাবেক দাগ ৬৫৪, যাহার হাল দাগ ৬৬০, হাল খতিয়ান ৩৫১৮, মৌজা-সলপ, জেএল ৫২, থানা-ডোমজুড়, পিন-৭১১৪০৯ এর অধীনে ৩.১৯ শতক এবং সাবেক দাগ ৬৮৩, যাহার হাল ৬৯০, হাল খতিয়ান ১৪১৫ এর অধীনে ১.৩৩ শতক শ্রীমতী অঞ্জলী বেজ, স্বামী শ্রী রঘুনাথ বেজ, সাং -৪৮/৩/৩ নং নটবর পাল রোড, থানা-ব্যাঁটরা, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১১০১ খরিদ করেন। জমির মালিক গঠিত অ্যাটর্নি শ্রী লক্ষ্মীকান্ত নস্কর, পিতা শ্রী রামচরন নস্কর, সাং গ্রাম-সলপ স্কুল বটতলা, পোস্ট অফিস-সলপ, থানা-ডোমজুড়, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১৪০৯, এডিএসআর- ডোমজুড় নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মাধ্যমে নিযুক্ত, বই -৪, ভলিউম-২, পৃষ্ঠা ২৯৯৭ হইতে ৩০০৬, নং- ০০৯৯৯, বছর-২০১০ নথিভুক্ত, এর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করেন। যে কোন ব্যক্তির উপরোক্ত সম্পত্তির উপর যেকোন ধরনের আপত্তি, অথবা যেকোন প্রকৃতির দাবি থাকলে উপযুক্ত নথি সমেত ডোমজুড় BL & LRO, হাওড়া অফিসে আনতে হবে। তাৎক্ষণিক প্রকাশনা ব্যর্থ হলে এমন কোন দাবি/ আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

স্নিগ্ধা বিশ্বাস (উকিল)
৭/২ বিড়পাড়া লেন, পুস্কর অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তলা, ফ্ল্যাট নং. ৩সি, কলকাতা-৭০০০৩০।
মোবাইল নংঃ ৮২৭৬৮৬৮৪৩৮
Email ID : rpassociates2k22@gmail.com

Notice

This is inform to the all concerned that I, Om Prakash Sharma Proprietor of M/S, Shree Shyam Clothing, Place of Business at 4, Ballav Das Street, Kolkata-700007, that Somesh Sharma is my son and due to his illegal act presently I have no of any nature of relation with him presently he is not residing with me and my other family members and declared him as abandoned son and oust him from my residence and business, neither myself nor my family members will have any relation or connection with him, of any nature in any manner whatsoever either at present or in future and he can not claim over my movable & immovable properties in future, if, anybody will do money or business transaction with him than it will be at their own risk and they should be solely liable in this regard, and I should not be liable in any manner whatsoever.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪
নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

ডিভিসির ছাড়া জলে ফের অকাল বন্যা খানাকুল ও উদয়নারায়ণপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: হুগলির খানাকুল ও হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে ফের জল ঢুকল ডিভিসির ছাড়া জলে! বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ কৃষিজমি প্লাবিত, দিশেহারা কৃষকরা। মাঠভরা আলু তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মাথায় হাত চাষিদের। খানাকুলে বাঁধ ভাঙল, তলিয়ে গেল বিস্তীর্ণ কৃষিজমি। রবিবার সকালে হুগলির খানাকুলের চিংড়া পঞ্চায়েতের বলাইচক এলাকায় আচমকাই ভেঙে পড়ে বাঁধ। মুহূর্তের মধ্যে হু-হু করে জল ঢুকে পড়ে বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে। এখনও মাঠে রয়ে গেছে আলু, যা তুলতে না পারলে পচে যাবে বলে আশঙ্কা চাষিদের। গত বর্ষায় লাগাতার বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন তাঁরা। তখন থেকেই ধীরে ধীরে চাষের ক্ষতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু বসন্তের মাঝেই ফের নতুন করে বাঁধ ভেঙে প্লাবনের ফলে তাঁদের স্বপ্ন আবারও জলে গেল। চাষিদের একাংশ জানিয়েছেন, এবার প্রচুর টাকা খরচ করে আলু চাষ করা হয়েছিল। জমিতে এখন ফলনের সময়, সেই মুহূর্তে হঠাৎ বাঁধ ভেঙে প্লাবনে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এলাকার কৃষক কৃপাশঙ্কর ঘোষ বলেন, 'বর্ষায় সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ধারদেনা করে এবার আলু চাষ করেছিলাম। এখন এই জলে সব ডুবে গেল। কীভাবে এখন সংসার চলবে, জানি না।' গত বছর সেপ্টেম্বরেও খানাকুলের চিংড়া পঞ্চায়েতের বলাইচকে মুণ্ডেশ্বরী নদীর শাখা খালে বাঁধ ভেঙে বন্যা হয়েছিল। পরে সেই বাঁধ মেরামত করা হয়। কিন্তু এবার ডিভিসির ছাড়া জল এসে ফের বাঁধ ভেঙে নতুন করে প্লাবন পরিস্থিতি তৈরি করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বলাইচক, কুমারচক, রঞ্জিতবাটি, কেটোদল-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় জল ঢুকে পড়েছে। চাষের জমি তো বটেই, বহু মানুষের বসতভিটেও জলমগ্ন। শুধু খানাকুল নয়, হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরেও অকাল বন্যার জেরে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। উদয়নারায়ণপুরে নষ্ট ৭০০ বিঘার আলুর ক্ষেত। চাষিদের দাবি, বাঁধ ভেঙে হাওড়া ও হুগলির বিস্তীর্ণ এলাকায় জল ঢুকেছে, যার ফলে উদয়নারায়ণপুরের বহু মাঠজুড়ে এখন এক কোমর জল। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, শনিবার হুগলির বলাইচকে চিংড়া খালের বাঁধ ভেঙে হু হু করে জল ঢুকে পড়ে। প্রথমে খানাকুলের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হলেও পরে সেই জল এসে উদয়নারায়ণপুরেও ঢুকে পড়ে। এই প্লাবনে ইতিমধ্যেই ৭০০ বিঘার আলুর ক্ষেত নষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ কৃষকদের। স্থানীয় চাষীদের অভিযোগ তাদের চাষ করেই সংসার চলে। সেই আলুর আশা নিয়েই তারা আলুর চাষ করেছিলেন, যদিও সেই আশা মাঠের আলু জলেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সোমবার থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। ফলে নতুন করে জল ঢোকার আশঙ্কা কমেছে। কিন্তু যে জল উদয়নারায়ণপুরের বিস্তীর্ণ জমিতে জমে রয়েছে, তা ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামছে, যার ফলে মানশ্রী ও ভবানীপুর সোনাতলা পঞ্চায়েতের কিছু অংশে নতুন করে প্লাবন হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনের আশ্বাস, কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। সরকারি ন্যায্যমূল্যে চাষীদের থেকে আলু কেনার চিন্তা ভাবনা চলছে। এছাড়া শস্য বিমার মাধ্যমে তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হতে পারে। তবে কবে ক্ষতিপূরণ মিলবে, কী পরিমাণ সহায়তা পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত নন কৃষকরা।

ভারতীয় রেলওয়ে 'নেট জিরো' কার্বনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে: অশ্বিনী বৈষ্ণব

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোপালে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল ইনভেস্টরস সামিট ২০২৫-এ বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তাদের সম্বোধন করার সময়, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বিদ্যুতায়ন এবং বিকল্প শক্তির উৎসর ব্যবহার সম্পর্কিত ভারতীয় রেলের দৃষ্টিভঙ্গি বিশদভাবে সকলের সামনে তুলে ধরেন। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে শীর্ষ সম্মেলনে করে মন্ত্রী বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতীয় রেলের জন্য 'নেট জিরো' কার্বন নির্গমন অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। এটি অর্জন করতে, ভারতীয় রেল ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মধ্যে ১০০ শতাংশ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করবে। পরবর্তী লক্ষ্য হল নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস থেকে যতটা সম্ভব শক্তি সংগ্রহ করা। এই বিষয়ে, রেলওয়ে ইতিমধ্যে ১,৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের জন্য নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলির সাথে চুক্তি করেছে। মধ্যপ্রদেশের সাথে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত ১৭০ মেগাওয়াট এমওইউ পিপিএ এই দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করে। আমরা বায়ু এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ শক্তি ক্রয় করতে আগ্রহী।' রেলমন্ত্রী এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সমস্ত রাজ্যের কাছে আবেদন করেছেন, তাদের ভারতীয় রেলে যতটা সম্ভব নবায়নযোগ্য, বায়ু, জল বা পারমাণবিক শক্তি সরবরাহ করার। তিনি আরও যোগ করেছেন, 'রেল মন্ত্রক এবং মধ্যপ্রদেশ সরকার পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করে একটি মডেলের অধীনে কাজ করছে। এই মডেলের অধীনে, মধ্যপ্রদেশের পাওয়ার জেনারেটর এবং রেলওয়ে একটি পিপিএ (পাওয়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট) স্বাক্ষর করেছে। মডেলটি সারা দেশে অন্যান্য রাজ্যে প্রতিলিপি করা যেতে পারে।'

ডিজিটাল মিডিয়ার রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্তমান সময়ে ডিজিটাল মিডিয়ার গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে খবর সংগ্রহ এবং পরিবেশনার ক্ষেত্রেও সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সেই সব কথা মাথায় রেখে রবিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে ডিজিটাল মেডিয়ার (ইউটিউবার) রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উঠে এসেছে তাদের বহুবিধ সমস্যার কথাগুলো।

মূল স্রোতের মিডিয়াগুলি যে সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, তার ছিঁটেফোঁটাও যে তারা পায় না সেই বিষয়গুলো ডিজিটাল মিডিয়া ফেডারেশন উত্থাপন করেছে। সংস্থার উদ্যোগে প্রথম রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত ছিল অসংখ্য মেডিয়া। পেশ করা হয় ন্যায্য অথচ মৌলিক অধিকারের কিছু দাবি। যেমন, ডিজিটাল মিডিয়ার জন্য পৃথক প্রেস ক্লাব স্থাপন। প্রথাগত সাংবাদিকদের মতো ডিজিটাল সাংবাদিকদের জন্যও স্বাস্থ্যবীমা ও জীবনবীমার ব্যবস্থা করার বিষয়টি দাবি করা জানানো হয়েছে। তাদের প্রেস কার্ড এবং সরকারি অনুমোদন-সহ স্বীকৃতির দাবি তুলেছে। সরকারি বিজ্ঞাপন ও তাদের আইনি সহায়তার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, আইনজীবী ফিরদাউস শমীম, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল-বোর্ডের সদস্য মাওলানা কামরুজ্জামান, ইএমহ-র চেয়ারম্যান কাজী মহসীন আজিমি, দেবাংশু ভট্টাচার্য ও বাংলা পক্ষ'র সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর গর্গ চট্টোপাধ্যায়। এদিনের সভায় কুণাল ঘোষ ও দেবাংশু ভট্টাচার্য দাবিগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মহা শিবরাত্রিরে চলবে কম সংখ্যায় মেট্রো রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার ২৬ ফেব্রুয়ারি মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে ব্লু-লাইনে ২৩৬টি মেট্রো পরিষেবা চালু থাকবে বলেই জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। ওই দিন মেট্রো ব্লু-লাইনে ২৩৬টি (আপ ১১৮, ডাউন ১১৮টি) পরিষেবা চালাবে, যা দৈনিক ২৬২টি পরিষেবার তুলনায় কম। তালিকায় সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকছে, প্রথম পরিষেবা সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ। সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর। সকাল ৬ টা ৫৫ মিনিটে-দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ । সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে-মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর। শেষ পরিষেবা রাত ৯টা ৩০ মিনিটে-কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর। রাত ৯টা ২৮ মিনিটে-দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ। রাত ৯টা ৪০ মিনিটে-কবি সুভাষ থেকে দমদম যাওয়ার সময় অপরিবর্তীত থাকছে। বিশেষ রাতের মেট্রো পরিষেবা ব্লু-লাইনে কবি সুভাষ ও দমদম স্টেশন থেকে রাত ১০ টা ৪০ মিনিটে যথারীতি চলবে। গ্রিন লাইন-১, গ্রিন লাইন-২, পার্পল লাইন ও অরেঞ্জ লাইনে স্বাভাবিক পরিষেবা উপলব্ধ থাকবে।

ভুয়ো ভোটার কার্ডকাণ্ডে নড়েচড়ে বসল নির্বাচন কমিশন

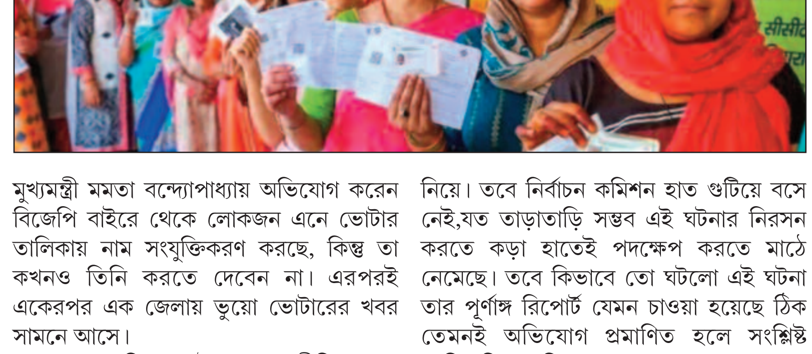

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভুয়ো ভোটার কার্ডকাণ্ডে এবার নড়েচড়ে বসল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের যে সব জায়গায় এই বিষয়ে অভিযোগ উঠেছে তা নিরসনে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। কিভাবে এই ঘটনা ঘটেছে তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস। তিনি জানিয়েছেন, সংবাদ মাধ্যমে দেখেই সত- প্রণোদিতভাবে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। কারণ, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ আছে কোনো ভাবেই ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার, মৃত ভোটারের নাম যেন না থাকে ভোটার তালিকায়। সেই মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে রাজ্যের সব অতিরিক্ত জেলাশাসকের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করতে চলেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর এমনটাই খবর নির্বাচন কমিশন সূত্রে। কদিন আগেই ১২ই ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন বিজেপি বাইরে থেকে লোকজন এনে ভোটার তালিকায় নাম সংযুক্তিকরণ করছে, কিন্তু তা কখনও তিনি করতে দেবেন না। এরপরই একেরপর এক জেলায় ভুয়ো ভোটারের খবর সামনে আসে।

খুব স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য রাজনীতির পারদ চড়তে থাকে গ্রীষ্মের পারদ চড়ার আগেই। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে এখন সরগরম রাজ্য রাজনীতি এই ভুয়ো ভোটার কার্ড কাণ্ড নিয়ে। তবে নির্বাচন কমিশন হাত গুটিয়ে বসে নেই,যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ঘটনার নিরসন করতে কড়া হাতেই পদক্ষেপ করতে মাঠে নেমেছে। তবে কিভাবে তো ঘটলো এই ঘটনা তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট যেমন চাওয়া হয়েছে ঠিক তেমনই অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে যে কড়া পদক্ষেপ করতে পিছপা হবে না নির্বাচন কমিশন তা পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে সকলকেই বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১২ ফাল্গুন, মঙ্গলবার

তৃণমূলের রাজ্য সম্মেলনের আগে অভিষেকের পোস্ট ঘিরে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বছর খানেক পরই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাই সময় বড়ই কম। আর সেই কারণেই বিরোধী দলগুলিও নিজেদের জমি শক্ত করতে মাঠে নেমে পড়েছে কোমর বেঁধে। যে সব রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বঙ্গ রাজনীতি থেকে মুছে যেতে শুরু করেছে তারাও নিজেদের প্রমাণ করতে তৈরি হচ্ছে নতুন করে। অন্যদিকে চতুর্থবার রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে সংগঠনকে আরও মজবুত করার লক্ষ্য নিয়েছে শাসকদল তৃণমূল। আর সেই কারণেই বৃহস্পতিবার তৃণমূলের রাজ্য সম্মেলনের ডাক দেওয়াও হয়েছে। তার আগে নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করতে দেখা গেল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি সেই পোস্টে লিখেছেন, 'যিনি লড়াইয়ের ইচ্ছা রাখবেন, তাঁর প্রথমে কী কী মূল্য চোকাতে হতে পারে, তার হিসেব করে নেওয়া দরকার।' কাদের উদ্দেশে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এই বার্তা দিয়েছেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে

বৃহস্পতিবারের তৃণমূলের এই রাজ্য সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ওই সম্মেলনে তৃণমূলের পঞ্চায়েত, ব্লক, জেলা ও রাজ্যস্তরের নেতা-নেত্রীরা উপস্থিত থাকবেন। শাসকদলের রাজ্য সম্মেলনে প্রধান বক্তা দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সম্মেলন থেকেই বিধানসভা নির্বাচনের সুর মমতা বেঁধে দেন কি না, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। রবিবার তৃণমূলের রাজ্য সম্মেলনের দিন ঘোষণার পর কালীঘাটে আলোচনায় বসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের রাজ্য সম্মেলনের ঠিক আগে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে অভিষেকের এই ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, কিছুদিন ধরেই তৃণমূলে নবীন বিরোধী হাওয়া বইছে। শাসকদলের একাধিক নেতার মন্তব্যে তা স্পষ্ট। আবার একদা অভিষেক পন্থীরাও এখন দলের সুপ্রিমোর জয়ধ্বনি দিতে ব্যস্ত। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, এই বার্তা তাঁদের জন্য কি না তা নিয়েও। বিরোধীদের উদ্দেশেও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এই বার্তা দিলেন কি না, তা নিয়েও শুরু হয়েছে জল্পনা।

জেড-ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেতে চলেছেন জেল ফেরত জ্যোতিপ্রিয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: জেল থেকে ফেরার পর নিরাপত্তা ফিরছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। প্রশাসন সূত্রে খবর, জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেতেন জ্যোতিপ্রিয়। এবার সেই নিরাপত্তাই ফেরত পাচ্ছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী। ফলে খুব দ্রুতই নিরাপত্তারক্ষীদের দেখা যাবে জ্যোতিপ্রিয়র সঙ্গে। রাজ্যের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা স্বরাষ্ট্র দপ্তর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে জ্যোতিপ্রিয়র নিরাপত্তা। বস্তুত, জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর থেকে 'ওয়াই টি' (ওয়াই ক্যাটেগরি থ্রেট) নিরাপত্তা পান প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী। আর এই নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ।

রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর প্রায় ১৫ মাস জেলে কাটিয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়। যদিও সম্প্রতি তিনি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন জামিনে। পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রমাণ না থাকার কারণেই তৃণমূল বিধায়ককে রেহাই দিয়েছিলেন বিচারক।

জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পরই বিধানসভায়ও গিয়েছিলেন জ্যোতিপ্রিয়। এরপর যোগ দিতে দেখা গেছে বাজেট অধিবেশনেও। জেলে থাককালীনন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তাঁর পাশে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছিল নানা ঘটনায়। এই সবের মধ্যেই সূত্রে খবর মিলেছে ফের সেই পুরনো নিরাপত্তাই পেতে চলেছেন জ্যোতিপ্রিয়। তবে দলের তরফ থেকে এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

কলকাতার রাস্তায় গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে নতুন নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিনই পথ দুর্ঘটনার খবর আসছে। সোমবার এসএন ব্যানার্জি রোডে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন খোদ ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। একই দিনে, ওয়েলিংটন মোড় এবং রবীন্দ্র সদনে এক্সাইড মোড়ে পৃথক দুটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। এই দুর্ঘটনাগুলি কমাতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে গাড়ির সর্বোচ্চ গতি নির্ধারণ করে নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে লালবাজার। ২৪ জানুয়ারি থেকে এই নিয়ম কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা।

নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, সরকারি বা বেসরকারি গাড়ির চালকরা নির্ধারিত গতিসীমা অতিক্রম করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। শহরের প্রধান রাস্তাগুলির মধ্যে এজেসি বসু রোড, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, বাসন্তী হাইওয়ে, নিউ টাউন রোড, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ সংযোগকারী রাস্তা এবং উত্তম কুমার সরণিতে গাড়ির সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৪০ কিমি নির্ধারিত হয়েছে। এছাড়া, দুর্গাপুর ব্রিজে বাইকের সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৫০ কিমি নির্ধারণ করা হয়েছে। সোনারপুর-ঘটকপুকুর রোডে সব ধরনের গাড়ির জন্য ৩৫ কিমি পার ঘণ্টা, কুলটি রোডে ৩০ কিমি পার ঘণ্টা, এবং কালীঘাট রোডে ২৫ কিমি পার ঘণ্টা সর্বোচ্চ গতি সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে বেহালায় বেপরোয়া লরির ধাক্কায় এক দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যু হয়েছিল। এছাড়া, সল্টলেকে বাসের রেষারেষির কারণে মৃত্যু হয়েছিল আরও এক স্কুল পড়ুয়ার, গুরুতর আহত হয়েছিলেন তার মা। এইসব ঘটনা মাথায় রেখে কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং পুরমন্ত্রীকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লালবাজার সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালে কলকাতায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ১৯১ জনের। সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যেই বেশিরভাগ দুর্ঘটনা ঘটেছে। গত এক বছরে শহরের রাস্তায় প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার নতুন যানবাহন যুক্ত হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেপরোয়া গতিই দুর্ঘটনার মূল কারণ। পুলিশের এই নতুন নির্দেশিকা কি দুর্ঘটনা কমাতে সফল হবে? উত্তর দেবে সময়। নতুন নির্দেশিকার ফলে দুর্ঘটনা কমবে কি না, তা সময়ই বলবে।

সরকারি বাসের ধাক্কার মুখে ডেপুটি মেয়র

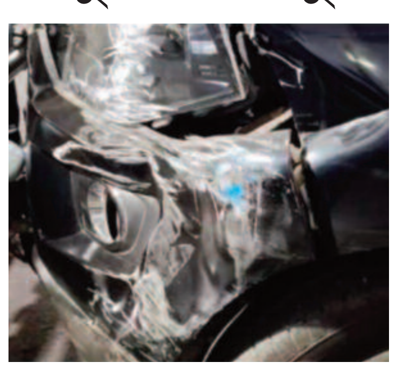

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি বাসের ধাক্কার মুখে খোদ ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। সোমবার কলকাতা পুরসভার বাজেট অধিবেশনে যোগ দিতে বাড়ি থেকে রওনা দিয়েছিলেন কিন্তু তার আগেই তালতলার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে দুর্ঘটনার মুখে পড়েন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অতীনের গাড়িতে এসে সরাসরি ধাক্কা মারে একটি সরকারি বাস। সেই সময় গাড়ির সামনের সিটেই বসেছিলেন তিনি। গাড়িটি ঘোরানোর সময়ই তাতে এসে ধাক্কা মারে সেই বাসটি। যার জেরে দুমড়ে-মুচড়ে যায় গাড়ির সামনের অংশ। তবে অল্পের জন্যই প্রাণে বাঁচেন ডেপুটি মেয়র। এই প্রসঙ্গে ডেপুটি মেয়র জানান, তিনি সুস্থ রয়েছেন। এরপর বাজেট অধিবেশনে অংশও নেন তিনি। দিন কয়েক আগেই একই ভাবে পথদুর্ঘটনার শিকার হন খোদ প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন তিনি। রাতে কলকাতায় একটু 'হাওয়া খেতে' বেরিয়ে ছিলেন তারা। আর তখনই ঘটে বিপত্তি। অভিযোগ, পথেই একটি কালো রঙের চার চাকা গাড়ি প্রথমে তাঁদের পিছু নেয়। তারপর ধাওয়া করা শুরু করে। প্রাক্তন মেয়রের গাড়িতে এক-দু'বার ধাক্কাও নাকি মেরে দিচ্ছিল তারা। শেষে গিয়ে ধাক্কা মারে তাদের সিকিউরিটির গাড়িতে।

সূত্রের খবর, সেই ধাওয়া করা গাড়ির ভিতরে ছিল দু'জন নাবালক। সম্ভবত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী তারা। পরীক্ষা শেষে তারাও নাকি 'মনে আনন্দ' নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে শোভন জানান, 'ওরা চেজ করছিল, সেটা সর্বপ্রথম আমাদের সিকিউরিটিরা দেখেন। এরপর এসকর্ট গাড়ি আমাদের গাড়িটিকে কভার করতেই, ওই কালো গাড়িটি ওভারটেক করে বেরতে গিয়েই এসকর্ট গাড়িতে ধাক্কা মারে তারা।' তবে পর পর দু'টি ভিন্ন ঘটনা। আর তারপর থেকেই প্রশ্ন উঠছে, শহরের রাস্তায় যেখানে বিশিষ্টরা সুরক্ষিত নয়। সেখানে কোন নিরাপত্তা নিয়ে চলাফেরা করবে সাধারণ মানুষ তা নিয়েও।

মাধ্যমিক সংক্রান্ত কাজ রবিবার করলে মিলবে অতিরিক্ত ছুটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাধ্যমিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ রবিবার করলে মিলবে অতিরিক্ত ছুটি। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে সম্প্রতি এমনই বার্তা দেওয়া হয়েছে শিক্ষকদের। ২০২৫-এ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে ২২ ফেব্রুয়ারি। এরপর অন্যান্য দিনের সঙ্গে তিনটি রবিবার অর্থাৎ ২, ৯ এবং ১৬ মার্চ পরীক্ষার খাতা জমার তারিখ পড়েছে। আর এরই প্রেক্ষিতে পর্ষদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, যদি কোনও পরীক্ষকেরা ওই দিনগুলিতে খাতা জমা দেওয়ার কাজ করেন, তা হলে তিনি সপ্তাহে অন্য কোন কাজের দিন ছুটি নিতে পারবেন। তবে, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষককে কাজ করার যথাযথ প্রমাণ জমা দিতে হবে।

প্রসঙ্গত, গত বছর থেকেই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের দেখানো পথে এগিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সেই সময় নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, মাধ্যমিকের খাতা দেখার জন্য সরকারি ছুটির দিনগুলিতেও আধিকারিকদের কাজ করতে হবে।

তবে, ওই দিনগুলিতে কাজ করার বদলে তাঁরা অন্য যে কোনও দিন ছুটি নিতে পারবেন। উল্লেখ্য, এক দশকের কাছাকাছি এই প্রথমবার কোনও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। শেষ কিছু বছরে দেখা গিয়েছে হয় পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে পড়েছে, না হলে পরীক্ষার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মোবাইলে ছবি তুলে প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

যদিও বেশ কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। কখনও খাতা ছিঁড়ে ফেলা কখনও আবার মোবাইল নিয়ে ধরার পড়ার ঘটনাও সামনে এসেছে। শেষ দিনে মোবাইল-সহ ধরা পড়ে তিন জন পরীক্ষার্থী। আলিপুরদুয়ার, বাঁকুড়া এবং ঝাড়গ্রাম জেলার পড়ুয়া তাঁরা। এরপর বাতিল করা হয় তাঁদের পরীক্ষাও। পর্ষদের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, চলতি বছরে মোট ২০ জনের কাছ থেকে মোবাইল ফোন পাওয়া গিয়ছে। এরা সকলেই পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছিল। তাদের পরীক্ষা বাতিল করা হয়। কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া চলতি বছরে নির্বিঘ্নেই মিটল মাধ্যমিক।

জামাইয়ের ঘুষিতে মৃত্যু শ্বশুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেয়ের দাম্পত্য কলহ মেটাতে গিয়ে জামাইয়ের ঘুষিতে মৃত্যু হল শ্বশুরের। রবিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ঘোলা থানার পানিহাটি পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের আজাদহিন্দ নগরে। মৃতের নাম অলোক মুখোপাধ্যায় (৫০)। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই মেয়ে-জামাইয়ের মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকতো। রবিবারও উভয়ের মধ্যে অশান্তি চরমে পৌঁছয়। খবর পেয়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছন অলোক বাবু। তাঁর ইচ্ছে ছিল, মেয়েকে নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে আনা। অভিযোগ, জামাই সপাটে পৌঢ় শ্বশুরের বুকে ঘুষি মারে। ঘুষির আঘাতে অলোক বাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন। তৎক্ষনাৎ তাঁকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। যদিও পুলিশ অভিযুক্ত জামাইকে আটক করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে অয়ন্তিকা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল পেশায় পশু চিকিৎসক সৈকত বোস ওরফে বিকির। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই নানাবিক কারনে দাম্পত্য কলহ চলছিল। মৃতের কন্যা অয়ন্তিকা মুখোপাধ্যায় জানান, রবিবার উভয়ের মধ্যে অশান্তি বেধেছিল। শ্বশুর সুব্রত বোস বাপের বাড়িতে ফোন করে বাবা-মাকে ডেকে পাঠায়। বাবা এসে বিছানায় শুয়ে থাকা তাঁর স্বামীকে উঠতে বলে। তখন তাঁর স্বামী বিকি জামার কলার ধরে টেনে সপাটে বাবার বুকে ঘুষি মারে বলে অভিযোগ। অয়ন্তিকার আরও অভিযোগ, বাবাকে ঘুষি মারার পাশাপাশি তাকে এবং মা-কে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বিকি। তাঁর দাবি, বাড়ি ফেরার পথে বাবা রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা বাবাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এদিকে ঘোলা থানার পুলিশ ঘটনায় অভিযুক্ত জামাই সৈকত বোস ওরফে বিবিকে সাধুর বাগান এলাকা থেকে আটক করেছে।

শহরের দাপট উন্মত্ত চালকদের, দুই দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ২ জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের রাস্তায় 'দাপট' বাড়াচ্ছে উন্মত্ত চালকরা। একদিকে পানাগড়ে সম্ভ্রম বাঁচাতে গাড়ি উল্টে মৃত্যু হয় এক তরুণীর। ঠিক সেই সময়েই খাস কলকাতায় ঘটে যায় দু'টি জোড়া দুর্ঘটনা। একদিকে ওয়েলিংটন, অন্যদিকে, এক্সাইড মোড়।

সূত্রে খবর, সোমবার ওয়েলিংটন মোড়ে এক বৃদ্ধাকে ধাক্কা মেরে পালায় একটি স্কুলবাস। প্রত্যক্ষদর্শীদের তরফে জানা গিয়েছে, পড়ুয়াদের নামিয়ে গতি বাড়াতেই ঘটে দুর্ঘটনা। সেই সময় রাস্তা পার করছিলেন সত্তরোর্ধ্ব ওই বৃদ্ধা। কিন্তু তা নজরে আসেনি স্কুলবাস চালকের। এদিকে পড়ুয়াদের নামিয়ে এক ঝটকায় বাসের গতি বাড়িয়ে দেয় সে। তারপরই বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সেই বৃদ্ধার। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, ওই বৃদ্ধার নাম শান্তি দেবী সিং। বাড়ি মধ্য কলকাতার রানি রাসমণি রোডে। দ্বিতীয় ঘটনাটি এক্সাইড মোড়ে।

শহরের অন্যতম যানজটপূর্ণ এলাকা এই এক্সাইড মোড়। মূলত, কর্মসূত্রেই শহর তথা শহরতলি থেকে এই প্রান্তে আসেন বহু মানুষ। আর শহরের সেই যানজটপূর্ণ এলাকাতেই সাতসকালে ঘটে গেল ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দু'টি বাসের রেষারেষিতে ঘটে এমন কাণ্ড। এদিন ওয়েলিংটনের ওই বৃদ্ধার মতো সকাল ৯টার সময় রাস্তা পার করছিলেন সেই মহিলা। কিন্তু কে জানত, সেখানেই তার জন্য অপেক্ষা করে বসে বড় ফাঁড়া। রাস্তা পার হওয়ার সময়েই একটি বাস সজোরে এসে ধাক্কা মারে সেই মহিলাকে। এদিকে দুর্ঘটনার পরেই ঘটনাস্থল থেকে পালায় বাসটি। আহত মহিলাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম-এর ট্রমা কেয়ার সেন্টারে। তবে শেষরক্ষা হয়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, রেশমি রায় নামে এই বছর ৪৪-এর ভদ্রমহিলার বাড়ি বরাহনগরের নেতাজি কলোনিতে।

তৃণমূলে সীমাবদ্ধ আইপ্যাকের ভূমিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে তৃণমূলে সীমাবদ্ধ হচ্ছে আইপ্যাকের ভূমিকা, অন্তত এমনটাই খবর জোড়াফুল শিবির সূত্রে। সঙ্গে এ খবরও মিলেছে, দলীয় নীতি নির্ধারণ ও সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে আইপ্যাকের ভূমিকা হ্রাস করা হচ্ছে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপির কাছে ধাক্কা।এরপরই ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাকের হাত ধরেছিল তৃণমূল। একুশের নির্বাচনে তৃণমূলের সাফল্যের পিছনে আইপ্যাকের অবদানও কম নয় বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। তবে সম্প্রতি আইপ্যাকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা যায় তৃণমূলের একাধিক নেতাকে। তৃণমূলের অন্দরে যখন আইপ্যাক নিয়ে অসন্তোষ ক্রমশ বাড়ছে, তখন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কয়েকদিন আগে সাক্ষাৎ করেন প্রতীক জৈন। এদিকে তৃণমূল সূত্রে খবর, রাজ্যের শাসকদলে আইপ্যাকের ভূমিকা সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে। তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে আইপ্যাককে বার্তা দেওয়া হয়েছে, দল চালানোর চেষ্টা যেন না করে এই ভোটকুশলী সংস্থা। দল চালাবেন নেতারা। বিভিন্ন সমীক্ষা-সহ নির্দিষ্ট অ্যাসাইনমেন্টের কাজে লাগানো হবে আইপ্যাককে।

এদিকে, ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের পর আইপ্যাকের তৎকালীন কর্তা প্রশান্ত কিশোর নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। সেই প্রশান্ত কিশোর এখন আর আইপ্যাকের সঙ্গে জড়িত নন। বাংলায় আইপ্যাকের কাজকর্ম দেখেন প্রতীক জৈন। ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে সেই আইপ্যাকের বিরুদ্ধে তৃণমূলের অন্দরে অসন্তোষ বেড়েছে। সম্প্রতি কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র বলেছিলেন, 'আইপ্যাকের কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লিন ইমেজে কালি লাগছে।' টাকার বিনিময়ে পদ বিক্রি করা হত বলেও অভিযোগ করেন তিনি। একইসঙ্গে কামারহাটির বিধায়ক এও জানান, 'তৃণমূলের অনেক পুরনো ছেলে, যারা তৃণমূলের গোদা গোদা নেতা, তারাও অনেকে এরকম টাকা দিয়েছে পদ পাওয়ার জন্য।' এর পাশাপাশি আইপ্যাক শাসকদলের নেতাদের ইন্টারভিউ নিত বলেও তোপ দাগেন মদন।

ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীনতার অভিযোগ, সাসপেন্ড শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রশ্ন চিহ্নের মুখে কলকাতার স্কুলে ছাত্রী নিরাপত্তা। খোদ স্কুলেরই শিক্ষকের বিরুদ্ধে 'ব্যাড টাচ' বা অশালীনভাবে স্পর্শ করার অভিযোগ উঠেছে পূর্ব কলকাতার এক স্কুলে। সূত্রে খবর, পুরো ঘটনায় রিপোর্ট তলব করা হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে। অভিযোগ, কম্পিউটার শেখানোর ফাঁকে স্কুলের ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করতেন শিক্ষক।

এমন ঘটনা ঘটেছে কলকাতার টালা আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ে। একাধিক ছাত্রী এই অভিযোগ সামনে আনেন। এই অভিযোগ পাওয়ার পরই অভিযুক্ত শিক্ষককে সাসপেন্ড করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। জানা গিয়েছে, ওই শিক্ষক স্কুলে কম্পিউটার শেখাতেন। তবে তিনি সরকারি শিক্ষক নন, চুক্তিভিত্তিতে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এদিকে পর্ষদে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন ডিআই। স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত চলছে। পুলিশকে মৌখিকভাবে বিষয়টি জানানো হয়েছে স্কুলের তরফে। এই প্রসঙ্গে পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'স্কুল থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে আমি রিপোর্ট চেয়েছি। আমি বিষয়টা দেখে নিচ্ছি।' যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার, তা নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেন পর্ষদ সভাপতি। তিনি আশ্বস্ত করেছেন, এমন কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, সে ব্যাপারে সবরকম ব্যবস্থা নিচ্ছে পর্ষদ।

ল্যান্সডাউন প্লেসের নাম হল 'প্রতুল মুখোপাধ্যায় সরণি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২১ ফেব্রুয়ারি, ভাষা দিবসের দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন এবার থেকে ল্যান্সডাউন প্লেসের নাম হবে 'প্রতুল মুখোপাধ্যায় সরণি'। সেই ঘোষণার পর রাস্তার নাম বদলানোর সরকারি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে বলে সোমবার জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, পুরসভার রোড রিনেমিং কমিটি সরকারিভাবে রাস্তার নাম বদল করে দিয়েছে এবং ইতিমধ্যে 'প্রতুল মুখোপাধ্যায় সরণি' নামাঙ্কিত বোর্ড সেখানে বসানো হচ্ছে। প্রসঙ্গত, দেশপ্রিয় পার্কে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাস্তার নাম বদলের ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রয়াত গায়কের স্মৃতিচারণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'তিনি না থেকেও রয়ে গেছেন। তাঁর 'বাংলায় গান' রয়ে গেছে। প্রতিবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন তিনি। তবে এবার না থাকলেও তাঁর গান

রয়েছে।' এরপরই প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে ল্যান্সডাউন প্লেসের নাম বদলানোর কথা জানান তিনি। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহেই প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেই সময় তাঁর নাক দিয়ে আচমকাই রক্তক্ষরণ হয়েছিল। অতিরিক্ত সংক্রমণে প্রভাব পড়ে কিডনি, ফুসফুসে। সম্প্রতি অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ভেন্টিলেশনে ছিলেন তিনি। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন প্রতুল মুখোপাধ্যায়। সেদিন হাসপাতালে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, তাঁকে সাময়িক বিদায় জানালেন তাঁরা। কারণ সঙ্গীতশিল্পী আজীবন সকলের মনে থেকে যাবেন।

সোদপুরে ফেরিওয়ালাকে পিটিয়ে খুন, ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাওনা টাকা নিয়ে বচসার জেরে ফেরিওয়ালাকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, খুন করে বাড়ির ছাদের একটি ঘরে দেহ লুকিয়ে রাখার অভিযোগও উঠেছে ওই যুবকের বিরুদ্ধে। হাড়হিম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে খড়দা থানার পানিহাটি পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের সোদপুর সুখচর বাজারপাড়া এলাকায়। মৃত ফেরিওয়ালা আক্রম আলি কামারহাটির বাসিন্দা। অভিযুক্ত যুবক চিরাগ গুহকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কামারহাটির বাসিন্দা আক্রম আলি দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় যাতায়াতের কারনে চিরাগ গুহের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দু'তিন মাস আগে আক্রমের কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন চিরাগ। ধারের টাকা চাওয়া নিয়ে কয়েকদিন আগে চিরাগের সঙ্গে বচসাও হয়েছিল আক্রমের। শনিবার সকালে ফের টাকা চাইতে চিরাগের বাড়িতে যান আক্রম। তখন উভয়ের মধ্যে তীব্র বচসা বাধে। অভিযোগ, আক্রমকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধোর করে চিরাগ। আক্রমের চিৎকার শুনে পড়শিরা ছুটে এলেও, ঘটনা ধামাচাপা দিতে চিরাগের মা বাড়ির দরজা বন্ধ করে দেন। অভিযোগ উঠেছে, আক্রমকে মারধোর করে গলায় তার জড়িয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। তারপর দ্বিতলের ছাদের চিলেকোঠার ঘরে মৃতদেহটিকে ঢেকে রাখা হয়েছিল। এদিকে রবিবার জরাজীর্ণ গুহ বাড়ির ভেতর থেকে পচা দুর্গন্ধ পান পড়শিরা। তাঁরা বিষয়টি পুলিশকে জানায়। খড়দা থানার পুলিশ রবিবার রাতে গুহ বাড়ির ছাদ থেকে ফেরিওয়ালার নিথর দেহ উদ্ধার করেছে। সেইসঙ্গে পুলিশ ঘটনায় অভিযুক্ত যুবক চিরাগ গুহ ওরফে সায়নকে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও ঘটনা চাউর হতেই পলাতক অভিযুক্তের মা। পুলিশ তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দা শ্রাবনী দাস জানান, শনিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি থেকে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার শোনা গিয়েছিল। চিরাগের মাকে পাড়ার এক মহিলা জিজ্ঞেস করেন, কি হয়েছে। উত্তরে চিরাগের মা জানান, ছেলেকে কুকুরে কামড়েছে। তাই চিৎকার করছে। এরপর চিরাগের মা বাড়ির দরজা বন্ধ করে দেন। পরদিন গন্ধ বেরোলে পুলিশ এসে একজনের মৃতদেহ ওই বাড়ি থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। আর পুলিশ ওই বাড়ি থেকে চিরাগ গুহকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু চিরাগের মায়ের কোনও খোঁজ নেই। আরেক বাসিন্দা বিশ্বজিৎ মজুমদার জানান, দ্বিতলের ছাদের এককোণ থেকে লুঙ্গি দিয়ে একজনের মৃতদেহ ঢাকা ছিল। পুলিশ এসে মৃতদেহটিকে নিয়ে গেছে। কিন্তু মৃতের গলায় ও মুখে তার প্যাচানো ছিল। তবে ঘটনা নিয়ে স্থানীয়দের অনুমান, পাওনা টাকা ফেরত চাওয়ার জন্যই খুন হতে হল ওই ফেরিওয়ালাকে।

সম্পাদকীয়

জীবনের অন্য সকল সমস্যাকে যুক্ত করে অনেক লড়তে হবে

মানুষের মধ্যে দীর্ঘ দিন জমে থাকা ক্ষোভের বিস্ফোরণ হয়েছে। তাই কর্তব্যরত মহিলা পড়ুয়া-চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সারা রাজ্য তথা দেশ জুড়ে এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনজাগরণের জনজোয়ারে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। সেই আন্দোলনটি গড়ে উঠেছিল এ রাজ্যের কঙ্কালসার স্বাস্থ্যব্যবস্থা, চিকিৎসক হত্যার তদন্তপ্রক্রিয়া ও হুমকি-প্রথার বিরুদ্ধে এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা পাওয়ার দাবিতে। সহজেই অনুমেয় যে, এই দাবিগুলি পূরণ করতে হলে এই সরকারের খোলনলচে বদলাতে হবে। ক্ষমতাপিপাসু বা ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে সরকারি প্রশাসনিক ক্ষমতায় টিকে থাকাতে সমস্ত অপকর্মকে ছাড়তে পারা এই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কার্যত অসম্ভব। তবু মনে হয়, হতাশ হওয়া বা বিশ্বাস হারানোর কিছু নেই। সরকার মুখে যা-ই বলুক না কেন, তারা কোনও ভাবেই সাধারণ মানুষের জনকল্যাণে প্রকৃত সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে না। তা আদায় করতে হয়, আর আদায় করতে গেলে বহু লড়াই, বহু আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। প্রসঙ্গত স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এ রাজ্যেই যখন বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষার উন্নয়নের নামে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথার বিলোপ ঘটিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে সুকুমার সেন, সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রতিভা বসু, সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, মানিক মুখোপাধ্যায়-সহ অগণিত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রী তথা সমাজের সাধারণ মানুষকে দীর্ঘ সময় লড়তে হয়েছিল। পরবর্তী কালে বাম সরকার সেই লড়াইকে স্বীকৃতি দিয়ে বাধ্য হয়েছিল প্রত্যাবর্তনে। এই সমাজের অনেক বহুতলের শীর্ষেই চিল-শকুনেরা বাসা বেঁধে আছে, একটু সুযোগ পেলেই তারা ডানা ঝাপটায়। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া মেদিনীপুরের স্যালাইন-কেলেঙ্কারির বিষয়টিও জুনিয়র চিকিৎসকদের সে দিনের আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অন্যায়গুলি ও হুমকি-প্রথা বন্ধ করতে গেলে মানুষের জীবনের অন্য সকল সমস্যাকে যুক্ত করে আরও অনেক লড়াই লড়তে হবে চিকিৎসক সমাজ-সহ আমজনতাকে।

শব্দবাণ-২০২

■	■	■	■	১	■	■
■	২		৩		৪	■
■		■		■	৫	
■	৬		■	৭		■
৮		■	৯	■		■
■	১০	১১				■
■	■		■	■	■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. সুপরিচিত ফুলবিশেষ ৫. নদী ৬. বাঘ, সিংহ ৭. এক যাযাবর জাতি ৮. লিখন, লিখিত বিষয় ১০. যমুনা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বল্লরি, লতা ২. ভারতের প্রাক্তন এক প্রধানমন্ত্রী ৩. ক্ষমা, তিতিক্ষা ৪. শোনা ৯. দীপ্ত, আলোকিত ১১. এনজিনিয়ারিং বিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি।

সমাধান: শব্দবাণ-২০১

পাশাপাশি: ১. আস্তানা ৩. সকাশ ৫. খবর ৬. টক্কর ৭. অভাব ৯. গিরদ ১১. শহর ১২. নকল।

উপর-নীচ: ১. আনখ ২. নাচার ৩. সম্রাট ৪. শফর ৭. অনিশ ৮. বছর ৯. গার্জেন ১০. দম্বল।

জন্মদিন

আজকের দিন

দিব্যা ভারতী

১৯৪৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ড্যানি ডেনজনগাপ্পার জন্মদিন।
১৯৭৪ বিশ্বের চলচ্চিত্রাভিনেত্রী দিব্যা ভারতীর জন্মদিন।
১৯৮১ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শহীদ কাপুরের জন্মদিন।

বঙ্গের আরএসএস কর্মী লেখক'রা হিন্দুত্বের হীরের কুচি

প্রদীপ মারিক

বঙ্গের অকুতোভয় লেখক দিগন্ত চক্রবর্তী, বরুণ মন্ডল থেকে সুদীপ নারায়ণ ঘোষ, সুন্দর মৌলিকরা হিন্দুত্বের হিরের কুচি। বঙ্গবাসী হিন্দুত্বের প্রতীক। প্রকাশ্যে 'জয় শ্রী রাম' বলতে কুণ্ঠা বোধ করে না। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ মহারাষ্ট্রের মত হিন্দুত্বের প্রচারমুখী হতে চায় না বঙ্গবাসীরা, বলতে দ্বিধা নেই তার কারণ বঙ্গের আঞ্চলিক ক্ষমতাশীল শাসক দল। বঙ্গ বিজেপি হিন্দুত্বকে আঁকড়ে ধরলেও আর এস এস কর্মী সংগঠনের সঙ্গে কতটা থাকতে পারছে ! হিন্দুত্বের নিশান আর এস এস। আর এস এস এর প্রত্যেকটি বঙ্গ সদস্য হিন্দুত্বের হীরের কুচি। আর এস এস নিজেদের রক্ষা করতে জানে, বঙ্গ বিজেপির উচিত তাদের কে হিন্দুত্বের প্রচারের সুযোগ দেওয়া তা হলেই বঙ্গে হিন্দুত্বের ধ্বজা শুধু উঠবেই না আঞ্চলিক শাসক দলকে সরিয়ে মহারাষ্ট্রের মতোই বঙ্গ বিজেপি শাসক দল হয়ে উঠবে এই বাংলায়। হিন্দুত্ব হল একটা মেলবন্ধন। হিন্দুত্ব হল সাংস্কৃতিক, জাতীয় এবং ধর্মীয় পরিচয়ের একটি ধারণা। ভৌগোলিক ভিত্তিক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় তথা বিশ্ব পরিচয়কে একত্রিত করে হিন্দুত্ব। মেরিয়াম-ওয়েবস্টারের এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নস অনুসারে, হিন্দুত্ব হল 'ভারতীয় সাংস্কৃতিক, জাতীয়তা এবং ধর্মীয় পরিচয়' এর সম্যক ধারণা। হিন্দুত্ব শব্দটি ভৌগোলিকভাবে ভিত্তিক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় পরিচয়কে সংঘটিত করে একজন সত্যিকারের ভারতীয়র পরিচয় বহন করে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত মনে করেন, ভারতবর্ষের যতই সংকট আসুক না কেন ভারতাসীর চিন্তায় এবং চেতনায় 'সনাতন ধর্ম' থাকায় কোন সঙ্কট ই ভারতকে ধ্বংস করার ক্ষমতা নেই। তিনি এটাও মনে করেন ভারত কেবল একটি ভূমির টুকরো নয়, ভারত সনাতন, ভারত সনাতন ধর্মের সাথে রয়েছে। হিন্দু হওয়ার অর্থ হল বিশ্বের সবচেয়ে উদার ব্যক্তি হওয়া, যিনি সকলকে আলিঙ্গন করেন, সকলের প্রতি সৌহার্দ্য প্রদর্শন করেন কারণ হিন্দু ধর্মই হল ঈশ্বর সৃষ্টি। কোন মনুষ্য সৃষ্টি নয়। হিন্দুত্বের দিশারী মোহন ভগবৎ আসছেন কলকাতায়। মোহন ভগবত রাজ্যের সমস্ত আরএসএস কর্মীর সাথে বৈঠকের পাশাপাশি মহিলা এবং পুরুষ প্রচারক (স্বেচ্ছাসেবক) সহ সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটের সাথে বৈঠক করবেন। কলকাতা ও বর্ধমান অঞ্চলে বিভিন্ন শাখা তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। আর এস এস কর্মীরা খাকি হাফ প্যান্ট, সাদা হাফ শার্ট আর লাঠিখেলায় পারদর্শী। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সদস্যদের কথা উঠলেই এমন ছবি মনে আসে। কিন্তু কেন আরএসএস সদস্যদের লাঠিখেলা শেখানো হয়, তা নিয়ে এ বার বার বলেছেন মোহন ভাগবত। তিনি মনে করেন আর এস কর্মীরা জনসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য নয়, বরং সদস্যদের সাহসী করে তোলার জন্যই লাঠিখেলা শেখানো হয় বলে মন্তব্য সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবতের। জনসমক্ষে লাঠি হাতে লড়াইয়ের জন্য ক্যাডারদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে এই প্রশিক্ষণ একজন সঙ্ঘ সদস্যকে সাহসী এবং কর্তব্যে অবিচল করে তোলে বলে মনে করছেন তিনি। মোহন ভাগবতের কথায়, 'যাঁরা লাঠিখেলায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন, সেই সদস্যরা বীর বৃত্তির অধিকারী হন। ভয়-ডর ছুঁতেও পারে না তাঁদের। যে কোনও পরিস্থিতিতে কর্তব্য অবিচল থাকেন তাঁরা। ধৈর্য, শক্তির পরিচায়ক হয়ে ওঠেন এই লাঠিখেলায় পারদর্শী স্বয়ংসেবকরা।'ইন্দোরে 'স্বর শতক মালওয়া' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন মোহন ভাগবত। তাঁর মতে, সঙ্ঘ সদস্যরা দেশভক্ত, দেশের ঐতিহ্যের রক্ষক। পাশাপাশি লাঠিখেলার মতো দেশের পুরোনো এবং ঐতিহ্যবাহী বিষয়টিকে বহন করছেন এই স্বয়ংসেবকরা। একইসঙ্গে মোহন ভাগবতের কথায়, 'ভারতীয় সঙ্গীত নিয়মিত শুনলে একজন মানুষ জাগতিক আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারেন। ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা পান এবং সেখান থেকে অপার আনন্দ লাভ করেন। ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আমাদের সম্প্রীতি, শৃঙ্খলা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাঠ দেয়।' হিন্দু হল সেই ব্যক্তি যিনি বংশপরম্পরায় শিক্ষাকে বিবাদের বীজ বপনের জন্য ব্যবহার করেন না , ভোগের জন্য সম্পদ ব্যবহার করেন না, কিন্তু নিজের জ্ঞানকে দাতব্যের জন্য এবং দুর্বলদের রক্ষা করার জন্য শক্তি ব্যবহার করেন। আরএসএস স্বেচ্ছাসেবকদের পাঁচটি মূল নীতিতে বিশ্বাসী ।

সামাজিক সম্প্রীতি, পরিবেশগত দায়িত্ব, পারিবারিক মূল্যবোধ, আত্ম-সচেতনতা এবং নাগরিক শৃঙ্খলা। বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ঐতিহাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক রোমাঁ রোলাঁকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, যদি ভারতবর্ষ কে জানতে হয় তাহলে বিবেকানন্দ কে পড়তে হবে, যেখানে কোন কিছুই নীতিবাচক নেই সব কিছুই ইতিবাচক। বৈদিক জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তি লাভ এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানরূপে কৃষ্ণকে উপলব্ধি করা। যে মানুষ কৃষ্ণের পরম স্বরূপ উপলব্ধি করে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং ভক্তিমূলক সেবায় আত্মনিয়োগ করে তিনি পুরুষোত্তমের কৃপা লাভ করেন। ভগবান বললেন, 'শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ / গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ' অর্থাৎ বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ নিয়ে অন্যত্র গমন করে, তেমনই এই জড় জগতে দেহের ঈশ্বর জীব এক শরীর থেকে অন্য শরীরে তার জীবনের বিভিন্ন ধারণাগুলি নিয়ে যায়। হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থে শ্রীমদ্ভগবতের বিশেষ মাহাত্ম্য স্বীকৃত। কথিত আছে যে গীতা পাঠ করলে ব্যক্তি পুণ্য ফল লাভ করে ও তাঁদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী প্রতিদিন শ্রীমদ্ভগবত গীতা পাঠ করলে ব্যক্তি সমস্ত সমস্যা মোকাবিলা করার শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। পাশাপাশি ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সময়ে প্রতিটি মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবদ্ধ। ভগবদ গীতার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মনুষ্য সমাজকে সেই অন্ধকার থেকে মুক্ত করা। প্রতিটি মানুষই নানা কারণে দুঃখ ভোগ করছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে মোহাচ্ছন্ন হওয়ার জন্য আমরা বুঝতেই পারি না কেন আমরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি। সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবত গীতাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এতে জীবনের সার নিহিত রয়েছে। আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত মনে করেন ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই হিন্দু। তিনি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বিশ্বে হিন্দুত্বই একমাত্র ধারণা যা সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলায় বিশ্বাসী।' মোহন ভাগবত বলেছেন, 'আমরা সেই ১৯২৫ সাল থেকেই বলে আসছি যে, ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেকেই হিন্দু। যারা ভারতকে তাদের 'মাতৃভূমি' বলে মনে করে এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সংস্কৃতি নিয়ে বাঁচতে চায় এবং ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস এবং আদর্শ যাই হোক না কেন, এই পথে এগোনোর চেষ্টা করেন, তারা সকলেই হিন্দু।' আরএসএস-এর মুসলিম শাখা, 'মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ' আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বললেন, 'সমস্ত ভারতীয়দের ডিএনএ একই এবং পূজা-আচ্চার ভিত্তিতে তাদের আলাদা করা যায় না। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ধারণাটিই বিভ্রান্তিকর। এখানে ঐক্যের কিছু নেই, কারণ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও পার্থক্যই নেই। এখানে হিন্দু বা মুসলমানের কোনও আধিপত্য থাকতে পারে না। শুধুমাত্র ভারতীয়দের আধিপত্য থাকতে পারে।' ওই অনুষ্ঠানে তিনি সংখ্যালঘুদের গণপিটুনির ঘটনারও নিন্দা করেছিলেন মোহন ভাগবত। তিনি জানিয়েছিলেন, যারা এই ধরনের হিংসায় জড়িত, তারা অহিন্দুত্ব বিরোধীদ। তিনি এও বললেন, যদি কোনও হিন্দু মনে করে যে ভারতে কোনও মুসলমানের বসবাস করা উচিত নয়, কোনো পক্ষপাত ছাড়াই তাদের বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, কারণ হিন্দু ধর্মই পরধর্ম সহিষ্ণুতার বার্তা দেয়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রে হিন্দুত্ববাদই হবে রাষ্ট্রের প্রতীক। মোহন ভাগবত বলেছেন, অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধনের দিনই ভারত প্রকৃত স্বাধীনতা পেয়েছে। তাঁর দাবি, রাম মন্দিরের উদ্বোধনের দিনটিকে এ বার থেকে প্রতিষ্ঠা দ্বাদশী দিবস হিসেবে পালন করা হবে। গত বছর ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের উদ্বোধন হয়। রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে। সেই উদ্বোধনের বর্ষপূর্তি উদযাপিত হয়েছে এ বছর ১১ জানুয়ারি। সঙ্ঘ প্রধান মনে করেন, হিন্দুদের আস্থার জোরেই রাম মন্দির নির্মাণের নির্দেশ মিলেছিল। তবে তিনি উল্লেখ করেন, গোটা বিশ্বকে এই মুহূর্তে বোঝানোর প্রয়োজন রয়েছে যে, ভারতে সব ধর্মের মধ্যে সম্ভাব রয়েছে। সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রয়েছে। বহুত্ববাদে জোর দিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'ভারতই একমাত্র দেশ, যেখানে রামকৃষ্ণ মিশনে ক্রিসমাস উৎসব পালন করা হয়। কারণ আমরা হিন্দু।' ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা, দক্ষিণ পূর্ব রেলের শিয়ালসহ শাখার রেল উন্নয়নের সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার আর এস এসের হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, রাষ্ট্রীয় জনশক্তি মঞ্চ, সনাতনী সেবক সংঘের কার্যকরী দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য মহুয়া উপাধ্যায় পাল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের আর এস এসে অংশ গ্রহন করাকে সমর্থন করেছেন।

তিনি বলেন এতে দেশের কাজে সরকারি কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে, তিনি এও বলেন রামলালা প্রতিষ্টিত হওয়ার পর স্রোতের মত কর্মচারীরা বিজেপি ইউনিয়নে যুক্ত হচ্ছেন। কিন্তু বারুইপুর পোস্ট অফিসের কিছু উর্দ্ধতন কর্মচারী সাধারণ কর্মচারীর বিজেপি ইউনিয়নে যোগদান আঁটকে রেখেছে। যে কর্মচারীর প্রতি এমন আচরণ করা হচ্ছে তিনি আর এস এসের সঙ্গে যুক্ত এবং আর এস এস পত্রিকার নিয়মিত লেখক। মহুয়া উপাধ্যায় এই ঘটনা জানার পর ই আর এস এস সাংগঠনিক সভায় বিষয়টি উত্থাপিত করেছেন। এই আর এস এস কর্মী তথা হিন্দুত্বের প্রচারক নিয়মিত লেখক কে কেন বিজেপি ইউনিয়ন এ অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না তা কি বঙ্গ বিজেপির লক্ষ্য রাখা উচিত নয় ! বিজেপির মাতৃশক্তি অকুতভয় মহুয়া উপাধ্যায় পাল যে কর্মচারীর প্রসঙ্গ উত্থা্পন করেছেন অকপটে, সেই আর এস কর্মী তথা হিন্দুত্বের প্রচারক লেখকের পাশে থাকা উচিত বঙ্গ বিজেপির। কারণ আর এস এস ই আনতে পারে বঙ্গের পরিবর্তন। বিরোধী দল থেকে ২০২৬ এ শাসক দলে আসতে গেলে বঙ্গ বিজেপির কেবল মাত্র স্বপ্ন দেখলে চলবে না, তা বাস্তবায়িত করতে হবে এবং তা সম্ভব আর এস কর্মীদের সক্রিয় অংশ গ্রহন। মহুয়া উপাধ্যায়, রেখা পাত্রের মত আকুতভয় মাতৃ শক্তিদের দরকার যারা আর এস এস এবং বিজেপির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারেন।

সব ভাষা মাতৃভাষা নয়, সব মাতৃভাষাও ভাষা হয়ে ওঠে না

স্বপনকুমার মণ্ডল

অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস থেকে উনিশে মে ভাষা শহিদ দিবস বা ১ নভেম্বর মানভূম ভাষা আন্দোলনের সাফল্য উদযাপন সর্বত্র ভাষা ও মাতৃভাষা একাকার মনে হয়। অন্যদিকে আধুনিক বিশ্বে তার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যত উৎকর্ষের অভিমুখে সক্রিয় হয়েছে, তার আধারে ততই ভাষার বহুত্ববাদী চেতনা বিস্তার লাভ করেছে । শুধু তাই নয়, সেখানে ভাষার চেয়ে মাতৃভাষার বুনিয়াদি চেতনার জাগরণে তার স্বীকৃতি ও সম্মান এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল সময়ের অপেক্ষা । ভাষার একাধিপত্য থেকে ভাষার রাষ্ট্রীয়করণের পথে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠাই তার মূলাধার । সেদিক থেকে বাংলা ভাষার বনেদি ভূমিকা চরৈবেতি । ১৯৯৯-এর ১৭ নভেম্বরে ইউনেসকো-র আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস তারই স্বীকৃতি । শুধু তাই নয়, বাঙালি তার মাতৃভাষার সম্মান ও স্বীকৃতি লাভের শ্রীবৃদ্ধিমান প্রকৃতিতে সমান সচল । ২০০২-এ পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওন বাংলা ভাষাকে সম্মানসূচক সরকারি ভাষার মর্যাদা দিয়েছে । আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত বিদেশি ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা তৃতীয় স্থানে উঠে আসে ২০১৮-তে ।

অন্যদিকে তার মাসতিনেক পূর্বে ২০১৯-এর ডিসেম্বরে ব্রিটেনের রাজধানী লণ্ডনে দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচলিত ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে বাংলা । ইংরেজির পরেই সেখানে বাংলাতেই সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলেন । সেই সময় সেখানে বাংলাভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল ৭১,৬০৯ । সেদিক থেকে বাঙালির মনে আত্মশ্লাঘা জাগাই স্বাভাবিক । বাংলাভাষার বিস্তারে এসব স্বীকৃতি ও সম্মান লাভের পথ বেয়ে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে তুলেছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই । কিন্তু তার সংখ্যাগুরুর প্রকৃতি নিয়ে বিতর্ক বর্তমান । আর এই বিতর্কের মূলে রয়েছে আমাদের ভাষিক চেতনা । সেখানে ভাষা ও মাতৃভাষার একাকার । অথচ ভাষামাত্রেই যেমন সকলের মাতৃভাষা নয়, মাতৃভাষামাত্রই ভাষা হয়ে ওঠে না। যে ভাষা মানসিক লালন-পালনে মা হয়ে ওঠে, সেই ভাষাই মাতৃভাষা । তার সঙ্গে নাড়ির যোগ ছেদন হলেও অদৃশ্য অস্তিত্বে তা আজীবন বহমান । যে ভাষা আঘাতে বেরিয়ে আসে, আনন্দে জেগে ওঠে, সে ভাষাই মাতৃভাষা । সেই মাতৃভাষার আকাঁড়া মূর্তিই পরিশোধিত হয়ে ভাষার আভিজাত্যে প্রতিমায় নৈবেদ্য লাভ করে । সেদিক থেকে মাতৃভাষা যেখানে জনসম্পদে বিস্তার লাভ করে, তেমনই তার ভাষা মনসম্পদে শ্রীবৃদ্ধি করে চলে ।

মাতৃভাষার প্রকাশে আন্তরিক, ভাষা বিচরণে আত্মনিষ্ঠ। সেক্ষেত্রে তাদের সম্পর্ক বৈরিতার তো নয়ই, বরং একেঅপরের সত্তায় বিজড়িত, অবিচ্ছিন্ন পরিপূরক । আবার ভাষার যোগ যেখানে বহুবিস্তারি, মাতৃভাষা সেখানে একক হয়েও প্রকাশমুখর । সেই প্রকাশেই যে অস্তিত্বের স্বাভাবিক বিস্তার । তাকে অস্বীকারের মধ্যে সেই মানুষকেই অস্বীকার করা হয় । এজন্য যেখানে ভাষা মানুষের অধিকারের কথায় উচ্চকিত, সেখানে মাতৃভাষা তার আপন অস্তিত্বে প্রকট প্রকাশ । সেদিক থেকে বাংলার ভাষিক শ্রীবৃদ্ধিতে তার ভাষার নয়, মাতৃভাষার যোগ সুনিবিড় । আসলে আধুনিক বিশ্বে বহুমুখী বিস্তারে ভাষার আবেদন উৎকর্ষমুখর । তার বিকল্পের পরিসর যেমন মুক্ত, তেমনই তার বিস্তার আবেদনপ্রবণ । এজন্য একাধিক ভাষাশিক্ষার প্রবণতা সেখানে প্রবহমান । শুধু তাই নয়, সেখানে ভাষাশিক্ষায় আভিজাত্যবোধের বিষয় নানাভাবেই হাতছানি জাগায় । অন্যদিকে মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই । যথেষ্ট বড় হওয়া সত্বেও সুস্থসবল শিশুর কথা বলতে না শেখার হদিশ মেলে তার বাবা-মা'র দুই ভিন্ন ভাষায় কথা বলার মধ্যে । তার অবিকল্পতাই তার আত্মিক স্বকীয়তা । এজন্য মাতৃভাষায় কণ্ঠরোধ হলেই জনকণ্ঠ মুখর হয়ে ওঠে । সেখানে অমর একুশের ভাষা আন্দোলন ছিল আসলে মাতৃভাষার সংগ্রাম । মাতৃভাষার মধ্যে শুধু ভাষিক পরিচিতি থাকে না, আত্মিক সত্তা তার অবিচ্ছেদ্য । এজন্য সেই ভাষিক অস্তিত্বে শাসকের সাম্রাজ্যবাদী চেতনায় আঘাত নেমে আসা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই তার প্রতিরোধী চেতনাও জীবনমরণ লড়াই-এ সামিল করে । বন্দুকের গুলি থেকে ধর্মের বুলি দিয়েও তাকে বিরত করা যায় না । শুধু তাই নয়, সেখানে ভাষার ক্ষেত্রে কিছু শিথিল মানসিকতা দিয়েও সেই মাতৃভাষার আন্দোলনকে বাগে আনা যায় না । প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ১৯৫৫-তে পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা একাডেমি গঠন করে দুধের বদলে পিটুলি গোলা দিয়েও ভোলাতে পারেনি । আসলে তা ভোলানো যায় না।

যেখানে অস্তিত্বই ধ্বংসের মুখে, সেখানে মূকও মুখর হয়ে ওঠে । তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সেই মাতৃভাষার আন্দোলনে দেশের ৮৫ শতাংশ আপামর আমজনতাই ভাষাসৈনিক । সেই মাতৃভাষার সৈনিকরাই ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের সবুজ পতাকার মাঝে রক্তিম সূর্য নিয়ে এসেছে । অন্যদিকে দেশভাগ হয়েছে, মানুষ ভাগ হয়েছে, ভাষাও এপার-ওপারে ভাগ হয়েছে, কিন্ত মাতৃভাষাকে কেউ ভাগ করতে পারেনি । অস্তিত্বের পরশেই তার সরব প্রকাশ । এজন্য তা অবিভাজ্য, অবিচ্ছিন্ন সত্তায় বিরাজমান । সেই মাতৃভাষার কণ্ঠরোধ করার উপক্রম হলেই তার প্রতিরোধে সামিল হওয়ার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি বা প্রেরণার প্রয়োজন হয় না, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তার বিরুদ্ধে আমজনতার কণ্ঠ জীবনপণ প্রতিবাদে গর্জে ওঠে । এভাবেই উঠে এসেছে ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ মে'র রক্তাক্ত সংগ্রাম । সেখানে ভাষার পরিশুদ্ধতা বা ধনসম্পদ তার নেই, কিন্তু আকাঁড়া প্রকৃতির সবুজ প্রাণের পরশে রয়েছে আত্মিক যোগ । সেই যোগের পরিচয়ে বাঙালির ভাষিক পরিচিতি আজ শ্লাঘার বিষয় হয়ে উঠেছে। সেখানে বাংলা ভাষার নয়, বাঙালির মাতৃভাষাই সমান সচল । আসলে বিশ্বায়নের যুগে ভুবনগ্রামে ভাষিক পরিচয়ের সঙ্কট সেই অর্থে নেই । সেখানে মাতৃভাষার আত্মিক সঙ্কটকে অনিবার্য করে তুলেছে । একদিকে যেমন তার বহুভাষার বা জাতীয়বাদী এককভাষার আভিজাত্যবোধ শ্রীবৃদ্ধিমান, অন্যদিকে তার আগ্রাসী প্রভাবে মাতৃভাষা ক্রমহ্রস্বমান । সেই প্রেক্ষিতে বাঙালির মাতৃভাষা যখন বিদেশেও আপন অস্তিত্বে মর্যাদা লাভ করে, তখন তার বনেদিয়ানাই স্বীকৃতি পায় । অন্যদিকে ভাষার আভিজাত্যের মধ্যে তার মাতৃভাষার অস্তিত্বও বর্তমান । ভাষা মানুষের মন বা মননের সম্পদ,মাতৃভাষা তার আত্মিক সম্পর্ক । এজন্য সব ভাষা মাতৃভাষা নয়, সব মাতৃভাষাও ভাষা হয়ে ওঠে না ।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

শারীরিক প্রতিবন্ধীর শংসাপত্র থাকলেও মিলছে না কাস্ট সার্টিফিকেট

প্রতিবাদে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে ধরনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: খাস কাজোড়া কোলিয়ারির বাসিন্দা হেমন্ত কুমার মাহাতো, বয়স (১৭) রানিগঞ্জের টিডিবি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। জন্ম প্রতিবন্ধী হেমন্ত পড়াশোনায় বেশ মেধাবী, বাবা তা বিক্রেতা। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যেতে চায় সে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে শারীরিক প্রতিবন্ধীর শংসাপত্র থাকলেও নেই কাস্ট সার্টিফিকেট। ফলে পাওয়া যাচ্ছে না সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য মহকুমা শাসকের হাত থেকে হেমন্ত পেয়েছে সংবর্ধনা। সেই সময় কাস্ট সার্টিফিকেট না থাকার কথা মহকুমা শাসককে জানায় হেমন্ত। মহকুমা শাসক তাকে কাস্ট সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করার পরামর্শ দেন, কিন্তু আবেদন করার পর সিভিডাবলু আধিকারিক এর রেকমেন্ড না থাকায় তা বাতিল হয়ে যায়। বাবা ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে হুইল চেয়ারের চেপে সোমবার কাজোরা পঞ্চায়েত অফিসে ধরনাতে বসে হেমন্ত। পঞ্চায়েত প্রধান মনীষা শর্মাকে সমস্যার কথা জানায় হেমন্ত। প্রধানের আশ্বাস দেন শীঘ্রই তার কাস্ট সার্টিফিকেট এর ব্যাপারে তারা উদ্যোগী হবেন। এদিন প্রধানের আশ্বাসে ধরনা প্রত্যাহার করে এদিন বাড়ি ফিরে যায় হেমন্তও তার প্রতিবেশীরা।

বিজেপির নতুন মণ্ডল সভাপতি নিয়ে অসন্তোষ দলীয় কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: গত ১৬ ফেব্রুয়ারি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সমস্ত মণ্ডল সভাপতিদের তালিকা প্রকাশ্যে আনে বিজেপি। এই তালিকা প্রকাশ্যে আনতেই বিজেপির অন্দরে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, ইন্দাস সহ একাধিক মণ্ডলে বিজেপি কর্মীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তাদের ক্ষোভ উগরে দেয়। বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের মধ্যে কেউ লেখেন জেলা সভাপতি অমরনাথ শাখা এবং জেলা সাধারণ সম্পাদক তাপস বোস বিজেপি দলটাকে নিজেদের পৈত্রিক সম্পত্তি মনে করে যা খুশি করছেন। কেউ লিখছেন 'শীতের শেষে বিজেপিকে শীতঘুমে পাঠানোর ব্যবস্থা হল, জোরসে বলো সেটিংয়ের জয়' কেউ লিখছেন, 'মণ্ডল সভাপতিরা কেউই ইলেকটেড নয়, সিলেক্টেড। জেলা সভাপতির কাছের লোকরা সব দায়িত্ব পেলে আগামী দিনে ফলাফল বুঝতে পারবে।' কেউ আবার লিখছে 'নকল নির্বাচনের ফল ভুগতে হবে, ২০২৬ এ সেটিং করে শেষ পেরেকটা পোঁতা হল বিষ্ণুপুরের বুকে।'

এমনকী বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের ফেসবুক পোস্টে দেখা যায় দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুইয়ের ছবি দিয়ে লিখে লেখন, 'এই ব্যক্তিটি আমাদের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলায় সমস্ত মণ্ডল সভাপতি অনৈতিকভাবে নির্বাচন করে গেছেন, জেলা সভাপতি ও জেলা সাধারণ সম্পাদক তাপস বোসকে নিয়ে। বিষ্ণু এনারা সংগঠনকে শেষ করার ঠিকাদারি নিয়েছেন।'

স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের এই ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে দলের অন্তরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে। বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের দাবি, যারা সক্রিয় কার্যকর্তা তারা পদ পাচ্ছে না, তাদেরকে দল সিস্টেম দেখায়, অথচ সিস্টেমের বাইরে গিয়ে অযোগ্য মণ্ডল সভাপতিদের নিয়োগ করা হচ্ছে। এতে করে দলের ব্যাপক ক্ষতি হবে বলে মনে করছেন তারা। এমনকী বিষ্ণুপুরের প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি উত্তম সরকারেরও দাবি, বর্তমানে যেভাবে দল চলছে যেভাবে মণ্ডল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে তাতে তিনি ক্ষুব্ধ।

সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিলেন দলেরই একাংশ

সমগ্র ঘটনা নিয়ে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস বলেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটের মধ্য দিয়ে মণ্ডল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। এখানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোনও জায়গায় নেই। বিষয়টা অতি ক্ষুদ্র।

পরীক্ষায় কারচুপি, ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: স্টাফ রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশনের পরীক্ষায় কারচুপি করতে গিয়ে ধৃত ৫ পরীক্ষার্থী। জানা গেছে, রবিবার ছিল কোর্টের গ্রুপ ডি, এলডিসি, ইউডিসি কর্মী নিয়োগের পরীক্ষা, ছিল স্টাফ রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশনের মাধ্যমে। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছিল পরীক্ষা কেন্দ্র। এর মধ্যে বাঁকুড়া সদর থানায় ছিল ১৭ টি পরীক্ষা কেন্দ্র। সূত্রের খবর, পরীক্ষা চলাকালীন বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া হিন্দু স্কুল, বাঁকুড়া মিশন গার্লস হাই স্কুল থেকে ৫ পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে উদ্ধার হয় ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস।

ফুটপাত দখলমুক্ত করতে অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: শহরের ফুটপাত দখল মুক্ত করতে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান বনগাঁ পুরসভার। বনগাঁ শহরের ফুটপাথকে দখলমুক্ত করতে অভিযান চালাল বনগাঁ পুরসভা। বনগাঁ পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে বনগাঁ পুরসভার পুরকর্মীরা এদিন যশোর রোড সংলগ্ন পথের ওপর যে সমস্ত দোকানপাট রয়েছে সেগুলোকে তুলে দেয়। পুরসভার আগে নোটিস দেওয়া সত্ত্বেও কেন ফুটপাথকে দখলমুক্ত করা হয়নি সে বিষয়ে কৈফিয়ত চান পুলিশকর্মীরা। এদিন বনগাঁ পুরসভার পুরকর্মীরা পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে যশোর রোড বনগাঁ ট-বাজার এবং চাকদা রোডে অভিযান চালান।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ইলাহাবাদ / ALLAHABAD)
৩য় এবং ৪র্থ তল, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **০৮.১০.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী বি কে পাল এভিনিউ শাখা নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৬,৩৪,৩৭৬.০০ টাকা (ছয় লাখ চৌত্রিশ হাজার তিনশ ছিয়াত্তর টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নিকট বকেয়া ৬,০২,৬৮৮.০০ টাকা (ছয় লাখ দুই হাজার ছশো অষ্টআশি টাকা) ২১.০২.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ।
''এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।''

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নোক্ত সম্পত্তির :

সম্পত্তির বিস্তারিত
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন প্রেমিসেস নং এন-৯/সি, পাহাড়পুর রোড, ওয়ার্ড নং ১৩৩, মৌজা : গার্ডেন রিচ, পরগনা-মাগুরা, তৌজি নং ৩০০৪, পুরানো সিট নং : ১০৮, দাগ নং ১৪৬, কলকাতা পৌর সংস্থা, থানা : মেটিয়াব্রুজ, কলকাতা : ৭০০০২৪, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পত্তি শ্রী সুভাষ চক্রবর্তীর নামে। এরিয়া ১ কাঠা ৩ ছটাক, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** দাগ নং ১৪৫ এবং বনশ্রী রানা; **দক্ষিণে :** আশিস কুমার আদক এর ভবন ; **পূর্বে :** ৪ ফুট রোড; **পশ্চিমে :** মদু সূদন চক্রবর্তীর ভবন।

তারিখ : ২১.০২.২০২৫ — স্বা/-
স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (AXIS FINANCE)
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

পরিশিষ্ট IV
[দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
প্রতীকী দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) এর সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (এএফএল),** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২১ নভেম্বর ২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) **(১) ভিসন ইন্টেরিয়রস** ২২ রূপ চাঁদ রায় স্ট্রিট, ১ম তল, মদন মোহন মন্দিরের নিকট, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৭ **(২) বিকাশ পোপাট (৩) সুনীতি পোপাট** ৭৬-এ, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, বৌবাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২ যারা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছিল নিম্নে বিস্তারিত মতে উল্লিখিত কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **আইএনআর ১,১৪,৩৩,৪০২ টাকা (এক কোটি চোদ্দ লাখ তেত্রিশ হাজার চারশ দুই টাকা)** ০৫.১১.২০২৪ অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমেটেড-এর নিকট বকেয়া **আইএনআর ১,১৪,৩৩,৪০২ টাকা (এক কোটি চোদ্দ লাখ তেত্রিশ হাজার চারশ দুই টাকা)** ০৫.১১.২০২৪ অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, মূল্য, ব্যয় ইত্যাদি সহ অ্যাক্সিস ফিনান্স লি নিকট সম্পূর্ণ পরিশোধ বা উশুল হওয়া পর্যন্ত।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) এবং উপধারা (১৩) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত

জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত

ঋণসুবিধা ১ অনুযায়ী জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বীণা অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট নং ৩০১ পরিমাণ আনুমানিক ৫০৪ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৪র্থতল সংশ্লিষ্ট ভবনে প্লট জমির পরিমাণ আনুমানিক ৫ কাঠা অংশত আরএস দাগ নং ৭২০, আরএস খতিয়ান নং ৭৩৫, জেএল নং ১২, তৌজি নং ৮, মৌজা : সিরিটি, থানা : বেহালা, বর্তমানে হরিদেবপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৬৩, চাঁদের ভিলেজ রোড, পুরসভা ওয়ার্ড নং ১১৫, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, এবং ভবন/প্লটের চৌহদ্দি : পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া চাঁদের ভিলেজ রোড; পশ্চিমে : শ্রীমতি বীণা সাহার ভবন; উত্তরে : শ্রী কৃষ্ণা ঘোষের ভবন; দক্ষিণে : শ্রী এ মজুমদার এর ভবন।

ঋণসুবিধা ২ অনুযায়ী জমিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত
সংশ্লিষ্ট সকল অফিস স্পেস পরিমাণ আনুমানিক ১২০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) একতলায় (উত্তর পশ্চিম গেট) শ্রী সদন এবং ২ টি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস চিহ্নিত ৫ এবং ৬ মোট পরিমাণ আনুমানিক ২৭০ বর্গফুট (বিল্ট আপ এরিয়া) (১৩৫ বর্গফুট) উক্ত ভবনে এবং সংশ্লিষ্ট নির্মিত জমি এবং প্লট পরিমাণ আনুমানিক ৮ কাঠা ১৪ ছটাক অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪, এস এন রায় রোড, কলকাতা : ৭০০০৩৮, থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরসভা ওয়ার্ড নং ১১৭, কলকাতা পৌর সভা অধীন। চৌহদ্দি : ভবন/ প্লটের : পূর্বে : শিওনাথ অয়েল মিল; পশ্চিমে :১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ- এস এন রায় রোড থেকে ; উত্তরে : কে এম সি রোড, দক্ষিণে : অ্যাদব্যা এস্টেট।

তারিখ : ১৯.০২.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — অ্যাক্সিস ফিনান্স লি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ইলাহাবাদ / ALLAHABAD)
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
৩য় এবং ৪র্থ তল, ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলস) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **১২.০৩.২০২৫ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য। নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	১. **শ্রী বিকাশ কুমার মিশ্র,** পিতা শ্রী নগেন্দ্র প্রসাদ মিশ্র, সাকিন ২৪৭, বাঁশদ্রোণী প্লেস, থানা : রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা -৭০০০৭০, এবং আরও : দ্বিতীয়তল, অম্বালিকা-১ অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা : বাঁশদ্রোণী, প্রেমিসেস নং ৪, কালীতলা পার্ক, ডাক ঠিকানা : ৫০ শরৎ পল্লি, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১১৩, থানা: রিজেন্ট পার্ক, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০৭০। ২. **শ্রীমতি রুমা পান্ডে,** স্বামী শ্রী দিলীপ কুমার পান্ডে এবং ৩. **শ্রী দিলীপ কুমার পান্ডে,** পিতা শ্রী নগেন্দ্র প্রসাদ মিশ্র উভয়ের ঠিকানা ২৪৭, বাঁশদ্রোণী প্লেস, থানা : রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা : ৭০০০৭০। **শাখা :** ভবানীপুর।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৯৭৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর দিকে দোতলায় (জি-২) তিনতলা বসবাসের অম্বালিকা-১ অ্যাপার্টমেন্ট নামক ভবনে, ৩ বেড রুম, এক কিচেন, এক লবি,এক ডব্লু সি এবং বারান্দা এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, অবস্থিত মৌজা : বাঁশদ্রোণী, জেএল নং ৪৫, এলওপি নং ৫০, আরএস দাগ নং ৬১৮ (অংশ) প্রেমিসেস নং ৪, কালীতলা পার্ক, ডাক ঠিকানা : ৫০, শরৎ পল্লি, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১১৩, থানা : রিজেন্ট পার্ক, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০০৭০। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রাইভেট রোড; **দক্ষিণে :** ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড; **পূর্বে :** ৫১, শরৎ পল্লি; **পশ্চিমে :** ৪৯ শরৎ পল্লি। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা ; **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা; **পূর্বে :** লবি এবং সিঁড়ি; **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।	ক) প্রতীকী খ) জ্ঞাত নয় গ) ২৩,৮৯,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,৩৮,৯০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB06099332675 ছ) ২৮৮৬৬৫৭.০০ টাকা (আঠাশ লাখ ছিয়াশি হাজার ছশো সাতান্ন টাকা) ২১.০২.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১২.০৩.২০২৫, সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১০.০৩.২০২৫ এবং ১১.০৩.২০২৫

সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ফটো	সম্পত্তির ভিডিও	ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট	ই-নিলাম ওয়েবসাইট

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন। যোগাযোগের বিস্তারিত : ৮২১০৪৩৮৮১৫ এবং শাখা ম্যানেজার : ৯৪৭৫৬২০৬৪৮
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ২০.০২.২০২৫, স্থান : কলকাতা — **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ইলাহাবাদ / ALLAHABAD)
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২৬.১১.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা ১. মেসার্স প্রকাশ বেডিং স্টোরস (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বাধিকারী : শ্রী বেদ প্রকাশ শাউ)** ঠিকানা - কুলপি রোড, কুন্দারালি, পো. বারুইপুর, থানা - বারুইপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৬১০, **২. প্রকাশ শাউ অ্যান্ড সনস (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বাধিকারী : শ্রী বেদ প্রকাশ শাউ)** ঠিকানা - বিশালক্ষ্মীতলা, বলবন, মাদারাট গ্রাম পঞ্চায়েত, পো. বারুইপুর, থানা - বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৬১০ **আরও ঠিকানা** - ২৮এ, কুলপি রোড, নতুনপাড়া, বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০১৪৪ জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা **৩. শ্রী বেদ প্রকাশ শাউ (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা ব্রহ্মদেব শাউ, ঠিকানা - গ্রাম - ২৮এ, কুলপি রোড, নতুন পাড়া, পো. বারুইপুর, থানা - বারুইপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৪৪ **৪. শ্রীমতী রুবি শাউ (জামিনদাতা)** স্বামী বেদ প্রকাশ শাউ, গ্রাম - ২৮এ, কুলপি রোড, নতুন পাড়া, পো. বারুইপুর, থানা - বারুইপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৪৪ **বারুইপুর শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৯,৪৯,২৫২.০০ টাকা** (উনচল্লিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার দুশো বাহান্ন টাকা) **২৬.১১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত, নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, **বারুইপুর শাখা** নিকট বকেয়া **৩৯,৪৯,২৫২.০০ টাকা** (উনচল্লিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার দুশো বাহান্ন টাকা) **২৬.১১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ।
''এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।''

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বন্ধকত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোতলা ভবন পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ১৪০৪ বর্গফুট কমবেশি (একতলায় পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৮৭২ বর্গফুট কমবেশি এবং দোতলায় পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৫৩২ বর্গফুট কমবেশি) অবস্থিত বাস্তু জমি পরিমাণ ০১ কাঠা ০৯ ছটাক ১০ বর্গফুট কমবেশি মৌজা : বারুইপুর, তৌজি নং ২৫০, আরএস ৭১, জেএল নং ৩১, আরএস খতিয়ান নং ২২৭৪ নতুন আরএস খতিয়ান নং ২৩৯৪, আরএস দাগ নং ৩০৯, অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৮এ, কুলপি রোড, ওয়ার্ড নং ১১, বারুইপুর পুরসভা অধীন, থানা : বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত পার্টিশন দলিল নং ০৬২০৯/১২, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৯, পৃষ্ঠা ৪৪৫৮ থেকে ৪৪৭৪, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর, বারুইপুর এবং বন্ধকদত্ত দলিল নং ১৬০৪০৬০১৫-২০২৩ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৪-২০২৩, পৃষ্ঠা ১৭৩০০৩-থেকে ১৭৩০২৫, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআরও-৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **সম্পত্তি শ্রী বেদ প্রকাশ সাউ,** পিতা ব্রহ্মদেব সাউ এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : নজরুল ইসলামের দোকান এবং শ্রী ভুবনেশ্বর সাউ এর ভবন; দক্ষিণে : গৌতম ভিল্লার সম্পত্তি ; পূর্বে : ২০ ফুট কুলপি রোড; পশ্চিমে : বিধু ভূষণ সানার সম্পত্তি (খালি লেন)।

তারিখ : ২১.০২.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
মেসার্স প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারস অ্যান্ড ফ্রেবরিকেটরস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : ১৬৬বি, এস পি মুখার্জি রোড, মার্লিন লিঙ্কস, ৪র্থ তল সুট নং ৩ডি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০০২৬
(CIN : U28111WB2005PTC105536)
লিকুইডেটরের ঠিকানা : চিত্রকুট বিল্ডিং, রুম নং ৯৮, ১০ম তল, ২৩০এ, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০০২০, যোগাযোগ : +৯১-৯৪৩৩১ ৪৬০২০
ইমেল : precision.liquidator@gmail.com, rasik.singhania@gmail.com

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড (''কোড'') এবং রেগুলেশনস অধীনে সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে, প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারস এবং ফ্যাব্রিকেটরস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) (''কর্পোরেট ডেটর'') সম্পদসমূহ ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন ৩৩(১) অধীনে মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ সিপি (আইবি) নং ১৭৩/কেবি/২০১৭ তারিখ ২২ অক্টোবর ২০১৮, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড (''কোড'') অধীনে বিক্রি করা হবে।
বিডিং অনলাইন ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী লিঙ্কস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে হবে https://www.eauctions.co.in/

ক্রম নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২৭.০৩.২০২৫ দুপুর ৩টে থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
২	তথ্যাদি এবং আগ্রহ প্রকাশক আবেদন জমার শেষ তারিখ	২২.০৩.২০২৫ বিকেল ৫টার আগে
৩	পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	২৬.০২.২০২৫ থেকে ২২.০৩.২০২৫ পর্যন্ত (সকাল ১০.৩০ টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত) আগাম অনুমতি সাপেক্ষে যোগাযোগের ব্যক্তি শ্রী রসিক সিংঘানিয়া (এম : ৯৪৩৩১৪৬০২০)
৪	ইএমডি জমার শেষ তারিখ	২৫.০৩.২০২৫ বিকেল ৫টার আগে

বিক্রয়লব্ধ সম্পদসমূহের বিবরণাদি :

সম্পদ/অবস্থান	ব্লক	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি - পন্টুন, ওয়েব্রিজ, সিএনজি কাটিং মেশিন (স্ক্র্যাপ), স্যান্ড ব্লাস্টিং মেশিন (বডি), ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর IV, থানা - রামনগর, কলাতলাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭৪৩৫০৪পড়ে থাকা অ্যালুমিনিয়াম কেবিল এবং ওয়েল্ডিং মেশিন।	এ	২০.০৬ লাখ টাকা	২.০০ লাখ টাকা	০.৫০ লাখ টাকা

গুরুত্বপূর্ণ নোটস :
১. ই-নিলামে সম্পদ বিক্রির জন্য ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যেমন অবস্থায় আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' কোনো প্রতিনিধিত্ব, ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই এবং ''অনলাইনে'' পরিচালিত হবে।
২. এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি বিশদ সহ ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথির সাথে পঠিত হবে ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী এবং সম্পদের অন্যান্য বিবরণ যা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে যেমন **https://www.eauctions.co.in/** অথবা **admin@eauctions.co.in**-এ অনুরোধ পাঠালে পাওয়া যাবে **precision.liquidator@gmail.com**।
৩. লিকুইডেটর যে কোনো সময়ে ই-নিলামের যেকোনো শর্ত বাতিল বা প্রসারিত বা পরিবর্তন করার অধিকার রাখে। লিকুইডেটরের কোন কারণ ব্যতিরেকে যেকোন বিড প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রয়েছে।
৪. সম্ভাব্য দরদাতারা কোডের ধারা ২৯এ অধীনে একটি অঙ্গীকার জমা দেবেন যে তারা বর্ধিত প্রযোজ্য পরিমাণে কোন অযোগ্যতার শিকার হবেন না এবং যে কোন পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হলে, জমাকৃত বায়না অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৫. ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের দর জমা দেওয়ার আগে, তাদের স্বাধীন অনুসন্ধান করতে হবে সম্পদের শিরোনাম, যদি থাকে এবং তাদের নিজস্ব খরচে সম্পদ পরিদর্শন করে এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করে।
৬. **ই-অকশন এজেন্সি (লিংকস্টার) পক্ষ থেকে যোগাযোগের ব্যক্তি :** শ্রী বিজয় পিপলিয়া, ই-মেইল আইডি - **admin@eauctions.co.in** মোবাইল নম্বর **+৯১-৯৮৭০০৯৯৭১৩**।

রসিক সিংহানিয়া
লিকুইডেটর - প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড ফেব্রিকেটরস প্রাইভেট লিমিটেড
আইবিবিআই রেজি. নম্বর IBBI/IPA-001/IP-P00390/2017-18/10708
এএফএ বৈধ : ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত
তারিখ ২৫.০২.২০২৫
স্থান কলকাতা

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ইলাহাবাদ / ALLAHABAD)
পরিশিষ্ট-৪(সংযুক্তি-৩)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
জোনাল অফিস- বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ, পিন- ৭৪২ ১০১, ই-মেইল: Z184@indianbank.co.in

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) এর অধীন]
প্রতি,
১. **শ্রী অপূর্ব কুমার রায় (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** পিতা- প্রয়াত অচিন্ত কুমার রায়, গ্রাম- নতুন দুর্গাপুর, কালিরহাট, জেলা- নদীয়া, পঃবঃ, পিন- ৭৪১ ১০২।
২. **শ্রী অমৃতা রায় (জামিনদার),** পিতা- প্রয়াত অচিন্ত কুমার রায়, গ্রাম- নতুন দুর্গাপুর, কালিরহাট, জেলা- নদীয়া, পঃবঃ, পিন- ৭৪১ ১০২।
৩. **শ্রীমতী তৃপ্তি রায় (জামিনদার),** পিতা- প্রয়াত অচিন্ত কুমার রায়, গ্রাম- নতুন দুর্গাপুর, কালিরহাট, জেলা- নদীয়া, পঃবঃ, পিন- ৭৪১ ১০২।

যেহেতু :
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার **০১.১১.২০২৪ তারিখে** একটি **ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে **বন্ধকদাতা শ্রী অপূর্ব কুমার রায় (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** পিতা- প্রয়াত অচিন্ত কুমার রায় আমাদের **কৃষ্ণনগর শাখার** সঙ্গে -কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **১,৭৯,৯১৯.০০ টাকা** (এক লক্ষ ঊনআশি হাজার নয়শো উনিশ টাকা মাত্র)পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন **২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫** তারিখে।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও **১,৭৯,৯১৯.০০ টাকা** (এক লক্ষ ঊনআশি হাজার নয়শো উনিশ টাকা মাত্র)এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
''আমরা সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্তকরার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।''

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বন্ধকীকৃত পরিসম্পদ: জমি এবং তার উপর নির্মাণের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা - দুর্গাপুর, জে.এল. নং ১১৭, জমির পরিমাপ ০.০৬ একর এলআর খতিয়ান নং ৮৪৬৬, প্লট নং এলআর ১৮৯, হোল্ডিং নং ১৪৩/১-এ এবং যার ১৯৮৮ সালের উপহার দলিল নং আই-৭৯৮, তারিখ- ১১/০২/১৯৮৮, এডিএসআরও- কৃষ্ণনগর, নতুন দুর্গাপুর, কালীরহাট, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১ ১০২, পশ্চিমবঙ্গে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি প্রয়াত অচিন্ত্য কুমার রায় (আইনি উত্তরাধিকারী শ্রীমতি তৃপ্তি রায় (স্ত্রী), অপূর্ব কুমার রায় (পুত্র) এবং অমৃতা রায় (পুত্র) এর নামে আছে। উপরোক্ত সম্পত্তিটি নিম্নলিখিত ভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - শ্রী আশুতোষ সাহার সম্পত্তি, দক্ষিণ - শ্রীধর সাহার সম্পত্তি, পূর্ব - শ্রী আশুতোষ সাহার সম্পত্তি, পশ্চিম - অজিত সাহার সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ: ২১.০২.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কৃষ্ণনগর — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

RADHANAGAR SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITY LTD.
Regd. No. 18 HG :: Date: 14-05-1952
Vill.-Radhanagar, P.O.-Gopinagar, P.S.-Dhaniakhali, Dist.-Hooghly
Ref. No. Memo.no-09/ARO/24-25 — Date: 19/02/2025

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা অত্র সমিতির চূড়ান্ত ভোটার তালিকাভুক্ত সদস্যগনকে জানানো যাইতেছে যে সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য **আগামী ইং ১৬/০৩/২৫ তারিখ রবিবার (বাংলা ২রা চৈত্র ১৪৩১) রাধানগর প্রাইমারি স্কুলে দুপুর ১২ টা থেকে বৈকাল ৩ টা পর্যন্ত ভোট গ্রহন হইবে।** নির্বাচন ক্ষেত্র ও প্রতিনিধি সংখ্যার তালিকা বিজ্ঞপ্তির সহিত দেওয়া হইল। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া পঃবঃ সমবায় আইন ২০০৬ পঃবঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১। তৎসংক্রান্ত সংশোধনী এবং সমবায় নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ এর প্রনিয়ম অনুযায়ী সংঘটিত হইবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন ও যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া ভোটদানের জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে।

নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা

ক্র. স:	নির্বাচন ক্ষেত্র	নির্বাচক	সাধারন	মহিলা	তপশিলী জাতি/উপজাতি	মোট
১	রাধানগর	১৯৯	৭		১	৮
২	দেওড়া	২৭৮	১০	১		১১
৩	রাউৎপুর	১৩৫	৫			৫
৪	শ্রীরামপুর	৪৫৯	১৬	১	১	১৮
৫	মাঠ শ্রীরামপুর	২০৪	৭	১		৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য:-
১। নির্বাচনে প্রার্থী হইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ এবং নিয়মাবলী ২০১১ মোতাবেক যোগ্যতাবলী থাকিতে হইবে। ২। প্রার্থী, প্রার্থীর প্রস্তাবক ও সমর্থক এর নাম ভোটার তালিকায় থাকিতে হইবে। ৩।ভোটারকে তাহার পরিচয় প্রমান করিবার জন্য ভারতীয় নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত প্রমান পত্র ভোটদানের জন্য প্রয়োজনে দেখাইতে হইবে। সমিতির কিষান ক্রেডিট কার্ড (ছবিযুক্ত) গ্রাহ্য। ৪।ভোটারকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট সরঞ্জাম দিয়াই ভোটপত্রে ভোট দিতে হইবে। ৫।প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে মনোনয়ন পত্র গ্রহন, জমা দেওয়া,পরীক্ষা ইত্যাদি প্রার্থী কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত নির্বাচনী এজেন্ট করিতে পারিবেন। নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগের নির্দিষ্ট ফরম সমিতি হইতে পাওয়া যাইবে। ৬। ভোটার সর্বাধিক তার নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রতিনিধি সংখ্যার সমান ভোট দিতে পারবেন। ৭। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রিটার্নিং অফিসার/ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ক্র:স:	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
১	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৫/০২/২০২৫	বৈকাল ৪টা ৩০মি:	সমিতির অফিসগৃহ
২	প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র বিলি (প্রয়োজনে) ও গ্রহন	০৩/০৩/২০২৫ এবং ০৪/০৩/২০২৫	বেলা ১২ টা হইতে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত	সমিতির অফিসগৃহ
৩	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	০৬/০৩/২০২৫	বেলা ১২ টা হইতে	সমিতির অফিসগৃহ
৪	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা	০৬/০৩/২০২৫	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার পর	সমিতির অফিসগৃহ
৫	মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	০৭/০৩/২০২৫	বৈকাল ৩ টার পূর্বে	সমিতির অফিসগৃহ
৬	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	০৭/০৩/২০২৫	বৈকাল ৩টার পরে	সমিতির অফিসগৃহ
৭	প্রার্থীদের সহিত সভা (প্রয়োজন থাকিলে)	১০/০৩/২০২৫	বেলা ১২ টা	সমিতির অফিসগৃহ
৮	প্রতিনিধি নির্বাচনের তারিখ	১৬/০৩/২০২৫	বেলা ১২ টা হইতে বৈকাল ৩ টা পর্যন্ত	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে
৯	ভোট গননা	১৬/০৩/২০২৫	নির্বাচনের পরে	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে
১০	প্রতিনিধি নির্বাচনের ফল প্রকাশ	১৬/০৩/২০২৫	ভোট গননার পরে	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে

স্বাক্ষর/- ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
স্বাক্ষর/- চঞ্চল রায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : satyajit.c@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১১.০৩.২০২৫ (ক্রম নং ১) এবং ২৮.০৩.২০২৫ (ক্রম নং ২)
সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ১১.০৩.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১,৪৭,৮৩,৭০৭.০০ টাকা (এক কোটি সাতচল্লিশ লাখ তিরাশি হাজার সাতশ সাত টাকা) ৩১.১০.২০১১ পর্যন্ত** হিসেবকৃত সুদ সহ পরবর্তী সুদ এবং মূল্য সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **হেনা আলি,** স্বামী মহ. আলি **ঠিকানা - ১)** ৬বি, ড. বীরেশ গুহ রোড, পো. সার্কাস এভিনিউ, থানা - কড়ায়া, কলকাতা - ৭০০০১৭ **২)** ১৫০/বি, লিন্টন স্ট্রিট, থানা - বেনিয়াপুকুর, ওয়ার্ড নং ৬০, কলকাতা - ৭০০০১৪ **৩)** প্রেমিসেস নং ১৯, শম্ভু বাবু লেন, ওয়েস্ট এন্টালি, কলকাতা - ৭০০০১৪, **মেসার্স নিউ ডায়মন্ড ট্রেডারস,** ৪৬/১এ, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য :
সম্পত্তি নং ১ : ৪৬,৬২,০০০.০০ টাকা বায়না জমা : **৪,৬৬,২০০.০০ টাকা** ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : **১০,০০০.০০ টাকা**
সম্পত্তি নং ২ : ৪৫,৮৩,০০০.০০ টাকা বায়না জমা : **৪,৫৮,৩০০.০০ টাকা** ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : **১০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সম্পত্তি ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমিস্থিত নির্মিত ভবন এরিয়া ২ কাঠা ২ ছটাক ২২ বর্গফুট জমি এবং চারতলা ভবন নির্মিত।পুরসভা হোল্ডিং নং ২৫৬এ, প্রেমিসেস নং ১৯, শম্ভুবাবু লেন, ওয়ার্ড নং ৫৫, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, পো অফিস : এন্টালি, থানা : এন্টালি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০১৪। উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ১-০০৫৭৮-২০১১ সালের তারিখ ২১.০১.২০১১ (এআরএ-১ কলকাতা), সম্পত্তি হেনা আলি, স্বামী মহম্মদ আলির অনুকূলে।
সম্পত্তি ২.: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ নির্মিত স্পেস ভবন এরিয়া ২ কাঠা ১৩ ছটাক ২৮ বর্গফুট জমি এবং তদস্থিত তিনতলা ভবন নির্মিত। পুরসভা হোল্ডিং নং ১৫০/বি, লিন্টন স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ৬০, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, পো : লিন্টন স্ট্রিট, থানা : বেনিয়াপুকুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০১৪। উল্লেখ্য দলিল নং : ১-০২৯৩১-২০০৫ সালের তারিখ ৩০.০৩.২০০৫ (এআরএ-১, কলকাতা), সম্পত্তি ১) মহম্মদ ইশাক পিতা প্রয়াত মহম্মদ ইসমাইল, ২) শ্রীমতি নাজিরুন বেগম, স্বামী মহম্মদ ইশাক এর অনুকূলে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৪.০৩.২০২৫ | **প্রতীকী দখলীকৃত** | **যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩১**

ক্রম নং ২
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৮.০৩.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৮৪,৭২,৯৭৫.২১ টাকা (চুরাশি লাখ বাহাত্তর হাজার নশো পঁচাত্তর টাকা এবং একুশ পয়সা) ২৫.০১.২০২৪ পর্যন্ত** হিসেবকৃত সুদ সহ পরবর্তী সুদ এবং মূল্য সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স সাহা ট্রেডারস,** ১১/১, বিলধার লেন, খাগড়া, বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১০৩ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য : **সম্পত্তি নং ১ : ৩৩,১৩,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা : **৩,৩১,৩০০.০০ টাকা** ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : **১০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সম্পত্তি ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন মৌজা : খাগড়া, ওয়ার্ড নং ১১, জেএল নং ৯৭, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, খতিয়ান নং সাবেক ২২৮, এলআর নং ৪২৯০, প্লট নং সাবেক ১৭৯০, এলআর খতিয়ান ং ৩৩২৪, শ্রেণি - বাড়ি, মোট এরিয়া ০.০২ একর, স্বত্ব দলিল নং ১-৭৫৩৬-১৯৭২ সালের, পৃষ্ঠা ২০৭ থেকে ২০৯, ভল্যুম নং ১০৮, এসআরও বহরমপুর। সম্পত্তির **স্বত্বাধিকারী : প্রীতি রানি সাহা এবং চৌহদ্দি :** উত্তরে : শাতি দেবী ঠাকুরের ভবন; দক্ষিণে : বিমল কর্মকারের ভবন; পূর্বে : যোগেশ মজুমদারের ভবন; পশ্চিমে : সড়ক।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০৩.২০২৫ | **স্বত্ব দখলীকৃত** | **যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩১**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ২৫.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নাবালিকার খাবারে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে অশ্লীল ছবি তোলার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৪

পলাতক ১, মালদা পুলিশের সহযোগিতায় তদন্তে রাঁচি পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নাবালিকাকে খাবারে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে অশ্লীল ছবি তোলার অভিযোগে পুরাতন মালদা থানা এলাকা থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করল ঝাড়খণ্ডের রাঁচি জেলার পুলিশ। সোমবার পুরাতন মালদার কয়েকটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে রাঁচি পুলিশ। যদিও এই ঘটনায় আরো একজন গা ঢাকা দেওয়াই তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে দুইজন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়া এবং বাকি দুইজন একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক রয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। এদিন ধৃত চারজনকে মালদা আদালতের মাধ্যমে সাত দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন জানাই রাঁচি পুলিশ। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচি জেলার নাগরি থানার অন্তর্গত আঙ্গোর রোড এলাকার একটি হোটেলেই পুরাতন মালদার ওই নাবালিকার ছবি তোলার পর ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ ওঠে চার যুবকের বিরুদ্ধে। ওই নাবালিকার পরিবার পরবর্তীতে মালদায় এসে সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। জিরো এফআইআর-এর ভিত্তিতে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ রাঁচি জেলা পুলিশের কাছে অভিযোগপত্র পাঠিয়ে দেয়। তারপরেই ওই জেলার পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেয় রাঁচি পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরাতন মালদা থানার মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর এলাকার এক চিকিৎসক তার ১৪ বছরের নাবালিকা মেয়েকে গত বছর নভেম্বর মাসে রাঁচিতে নিয়ে যান একটি স্কুলে ভর্তির জন্য। সেই সময় রাঁচির যে হোটেলে ওই চিকিৎসক তার মেয়েকে নিয়ে উঠেছিলেন, সেই হোটেলে পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকার ওই পাঁচজন যুবক ছিল । তারাও নিজেদের কাজে রাঁচিতে গিয়েছিল। সেই সুবাদে একে অপরের সঙ্গে পরিচয় হয়। এরপর সেই সময় রাতে ওই চিকিৎসক তার মেয়েকে হোটেল রুমে রেখে, বাইরে খাবার আনতে যান। তখন এই পাঁচ যুবক ফন্দি এঁটে ওই নাবালিকাকে খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। অচৈতন্য অবস্থায় ওই নাবালিকার অশ্লীল ছবি মোবাইলে তোলা হয়। পরে ওই নাবালিকাকে বিষয়টি কাউকে না জানানোর জন্য হুমকি দেওয়া হয়।

৮ নভেম্বর এই ঘটনার পর ওই নাবালিকা রাঁচির হোটেলে অসুস্থ বোধ করে। তড়িঘড়ি চিকিৎসক বাবা মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে মালদায় চলে আসেন। এরপর থেকে শুরু হয় ওই পাঁচ যুবকের ব্ল্যাকমেলের কর্মকাণ্ড। ঘটনার পর থেকেই কয়েকদিন ধরেই পুরাতন মালদার ওই পাঁচ যুবক ওই নাবালিকাকে ফোন করে মোটা টাকার দাবি করে। এরপরই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে ওই নাবালিকা। মেয়ের মানসিক পরিস্থিতির বিষয়ে সন্দেহ হতেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন চিকিৎসকের পরিবার। এরপরই গোটা ঘটনার কথা বলে ফেলেন ওই নাবালিকা। বিষয়টি জানতে পেরে পরিবারের লোকেরা গত ১১ নভেম্বর পুরাতন মালদা থানায় এলাকার পাঁচজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পরবর্তীতে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জিরো এফআইআর-এর মাধ্যমে রাঁচি জেলার নাগরি থানায় সেই অভিযোগপত্র পাঠিয়ে দেয়। শুরু হয় তদন্ত। দুই মাস কেটে যাওয়ার পর জানুয়ারির মাসেই অভিযুক্তদের নামে ওয়ারেন্ট জারি করে রাঁচি আদালত। তারপরেই এদিন রাঁচি জেলার পুলিশ পুরাতন মালদা থানার সহযোগিতা নিয়ে অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করে। একজন পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতদের নাম, অভিষেক দত্ত, সোমনাথ শর্মা, শান্তনু মণ্ডল এবং অর্কপ্রভ দত্ত। এদের বাড়ি পুরাতন মালদা পুরসভার চিতোরপুর এবং তৈলমুন্ডাই এলাকায়। এদিকে ওই নাবালিকার পরিবার জানিয়েছেন, মেয়েকে যখন রাঁচিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই সময় পুরাতন মালদার এই পাঁচ যুবক একই হোটেলে উঠেছিল। নিজেদের এলাকার বলেই পরিচয় হয়। এরপরে ওই চারজন এরকম কাণ্ড ঘটবে ভাবতেই পারা যায়নি। যদিও এদিন মালদা আদালতে যাওয়ার পথে এক অভিযুক্ত অর্কপ্রভ দত্ত জানিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হয়েছে। এরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি।

পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, এক নাবালিকার অশ্লীল ছবি তুলে ব্ল্যাকমেইল করার অভিযোগে রাঁচি জেলার পুলিশ মালদায় এসেছিল। সংশ্লিষ্ট থানার সহযোগিতা নিয়ে চারজন যুবককে গ্রেপ্তার করে ট্রানজিট রিমান্ডে রাঁচিতে নিয়ে গেছে ঝাড়খণ্ডের পুলিশ।

বাংলায় ভোটার লিস্টের কারচুপি করতে দেব না, দাবি কৃষিমন্ত্রীর

সুমন তালুকদার ● বারাসাত

দিল্লি সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন ভোটার লিস্টে কারচুপির করে ভুয়ো ভোটাদের ভোটে জয় পেয়েছে বিজেপি। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা সেই কাজ করতে দেব না। আমরা ভোটার লিস্টের কারচুপি রুখে দেব। সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসকের দপ্তরে দাঁড়িয়ে এমনই কড়া মন্তব্য করেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদের চট্টোপাধ্যায়।

১০ ফেব্রুয়ারি দলের পরিষদীয় কমিটির বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধীরা ভোটার লিস্টে কারচুপি করতে চাইছে। ভুয়ো ভোটারদের সনাক্ত করতে হবে। সাংসদ, বিধায়ক ও দলীয় নেতা কর্মীদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন ভোটার লিস্টে স্বচ্ছতা আনতে। তাঁরই নির্দেশে সোমবার উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদ কুমার দীবেদি'র সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এদিন বিকেলে জেলাশাসকের দপ্তরে এসে ডেপুটেশন দেন শোভনদের চট্টোপাধ্যায়। পরে তিনি জানান, ভোটার লিস্টে কারচুপির করে ভুয়ো ভোটারদের ভোটে বিজেপি বাংলা জয়ের স্বপ্ন দেখছে। বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা রাখছে। এটা বিজেপির সহ্য হচ্ছে না। আমি আজ আমার বিধানসভা ক্ষেত্রের ভোটার লিস্টের স্বচ্ছতার রাখার জন্য জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে গেলাম। মঙ্গলবার থেকেই তৃণমূল সৈনিকেরা রাস্তায় নেমে বুথে গিয়ে ভোটার লিস্টের বিষয়ে খোঁজ নেবেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসকদের খেলার সরঞ্জাম দেওয়ার বিষয়ে অর্থ বরাদ্দ করেছেন। সেই প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অনেক মানবিক। তিনি চান চিকিৎসকেরা তাদের জরুরি পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি তাদের নিজস্ব মনোরঞ্জনের জন্য খেলাধুলা করুক।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে ব্রাত্য বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কেন্দ্র সরকার বিজ্ঞান থেকে অপবিজ্ঞানে যাচ্ছে, তার উদাহরণ উত্তরপ্রদেশ। সেখানকার আগ্রার তাজমহলকে পর্যটনের ম্যাপ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ ভারতবর্ষে এখন প্রতিবছর বাংলা থেকেই সর্বোচ্চ মেধা তৈরি হচ্ছে। সোমবার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের যোগ দিয়ে এমনটাই বলেছেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিন সকালে হাওড়া থেকে বন্দেভারত এক্সপ্রেস করে মালদায় আসেন শিক্ষামন্ত্রীর ব্রাত্য বসু। এরপর নতুন সার্কিট হাউসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌঁছে যান শিক্ষা মন্ত্রী। সেখানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ২৪ এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব মাঠেই এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের ২৪টি কলেজের প্রায় ১৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। মোট ১২ টি ইভেন্ট রাখা হয়েছে। এদিন মঞ্চে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এবং তাজমুল হোসেন সহ বিশিষ্টজনেরা।

এদিন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, বাম জমানায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা ছিল কম। ২০১১ সালের পর রাজ্যে যে পরিমাণ বিদ্যালয় তৈরি হয়েছে, তা গোটা দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে নেই। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৩১ টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। উচ্চশিক্ষায় প্রসারের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সার্বিকভাবে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহযোগিতা করে চলেছেন। মালদার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়কে এখনও পর্যন্ত ৮৪ কোটি টাকা দিয়ে সহযোগিতা করেছে রাজ্য সরকার।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে মালদায় সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়নি, আশা করছি আগামী মার্চ মাসের মধ্যে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবর্তন অনুষ্ঠান করা হবে।

মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, এদিন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভাষা ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে। পাশাপাশি মঞ্চে এদিন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক একটি খসড়া রিপোর্টের বইও প্রকাশিত করা হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এত সুন্দর সাজানো কর্মসূচি তা দেখে খুব ভালো লেগেছে। আসলে একসঙ্গে কাজ করার ফল এটা। অথচ বিরোধীদের কেউ কেউ বলেন গোষ্ঠী কোন্দলের কথা। বিভিন্ন কলেজ নির্বাচনগুলির বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই হস্তক্ষেপ করেছেন। তিনি যেদিন নির্দেশ দিবেন সেই পরিপেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে কলেজ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক করা হবে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্যের নিয়োগের ক্ষেত্রেও রাজ্যপালের উদাসীনতাকে দায়ী করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি বলেন, রাজ্যপাল সই করছেন না বলেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এদিন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ঘুরে দেখেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

বাসের পেছনে বাসের ধাক্কা, জখম ২০

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: সোমবার সকাল ৮ টা নাগাদ হাওড়ার উলুবেড়িয়া থানা এলাকার কুলগাছিয়া শ্রীরামপুরে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটি বাসের পিছন থেকে আর একটি বাসের ধাক্কায় কমপক্ষে কুড়ি যাত্রী জখম হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে নন্দীগ্রাম - বারাসাত রুটের একটি বেসরকারি বাস আচমকা শ্রীরামপুরে দাঁড়িয়ে পড়ে যাত্রী তোলার জন্য। তার পিছনে ছিল দিঘা থেকে হাওড়াগামী একটি বাস। সামনের বাসটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ায় ঘটে বিপত্তি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দিঘা-হাওড়া রুটের বাসটি সামনের বাসটিকে ধাক্কা মারে।

গোপনে জমির রেকর্ড বদল, ভূমি দপ্তরে আক্রান্ত তিন মহিলা, মারধর বিএলআরওকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: টাকার বিনিময়ে গোপনে জমির রেকর্ড বদলের প্রতিবাদ করে বিএলআরও-র চেম্বারেই তিন মহিলাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল। আবার বিএলআরওকে মারধরের পাল্টা অভিযোগও উঠেছে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসনাবাদের আমলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের তকিপুর গ্রামের বাসিন্দা রাজেশ দাসের পারিবারিক একটি জমি গোপনে অন্য ব্যক্তির নামে রেকর্ড হয়ে গিয়েছে। রাজেশবাবু তা জানতে পারার পর ভূমি দপ্তরে বিষয়টি জানিয়েছিলেন। কিন্তু দপ্তরের পক্ষ থেকে সেই রেকর্ড পূর্বের মালিকের নামে ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। কয়েকজন মহিলা-সহ রাজেশ বাবুর পরিবারের লোকেরা এদিন সরাসরি হাসনাবাদ ভূমি দপ্তরের আধিকারিক তপনকুমার বসুর চেম্বারে প্রবেশ করে তাকে প্রশ্ন করেন, কীভাবে গোপনে তাদের জমির রেকর্ড অন্য ব্যক্তির নামে বদল করে দেওয়া হল। ভূমি অধিকারিক তার সদুত্তর দিতে পারেননি। তখন ওই চেম্বারের ভিতরেই দু'পক্ষের মধ্যে তর্কবিতর্ক শুরু হয়। রাজেশবাবুর পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, ভূমি আধিকারিকের দপ্তরের কর্মী ও বহিরাগতরা তাঁদের মারধর করে অফিস থেকে বের করে দিয়েছেন।

বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ রেল প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ রেল প্রকল্পের জন্য অতি দ্রুত জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হবে। সুকান্তকে এই মর্মে চিঠি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর। একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে পুরো বিষয়টি জানিয়েছেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার। ভিডিও বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে কালিয়াগঞ্জ-বুনিয়াদপুর রেল প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ খুব দ্রুত শুরু হবে।

উল্লেখ্য, বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ রেল প্রকল্প দুই দিনাজপুর জেলার জন্যই অত্যন্ত জরুরি। দুই জেলার মানুষেরই দীর্ঘদিনের দাবি রয়েছে এই রেলপথ নির্মাণের। অবশেষে সবুজ সঙ্কেত মিলল বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ রেল পথ সম্প্রসারণের কাজের। বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ রেল প্রকল্পের কাজ ফের চালু করার অনুমোদন দিল রেল। পাশাপাশি দ্রুত বালুরঘাট-হিলি রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলেও জানিয়েছেন বালুরঘাটের সাংসদ।

এবিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী আমাকে ও রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক পালকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন জমি অধিগ্রহণের কথা। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক এর জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে। দ্রুত এই কাজ বাস্তবায়িত হতে চলেছে। সঙ্গে বালুরঘাট- হিলি রেল লাইন সম্প্রসারণ কাজের ক্ষেত্রে প্রায় ১৫ কিলোমিটার জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি, মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানা সংলগ্ন এলাকায় এক অষ্টম শ্রেণির নাবালিকা কন্যাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার স্থানীয় এক যুবক। জানা যায়, ইন্দাস থানা এলাকার নাবালিকা কন্যা টিউশন পড়ে বাড়ি ফিরছিলেন সেই সময় স্থানীয় কিছু যুবক তাকে উত্যক্ত করে। ঘটনার খবর পেয়ে মেয়েকে বাঁচাতে ছুটে যায় নাবালিকা কন্যার পিতা। অভিযোগ সেই সময় ওই যুবকরা তার বাবাকে ব্যাপক মারধর করে। ঘটনা গুরুতর আহত হয় নাবালিকা কন্যার ওই পিতা। তড়িঘড়ি তাকে নিয়ে যাওয়া হয় প্রথমে ইন্দাস ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সেখান থেকে তাকে রেফার করা হয়, বর্ধমান হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন ওই ব্যক্তি। এরপর ঘটনার লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় ইন্দাস থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ইন্দাস থানার পুলিশ পকসো আইনে মামলার রুজু করে স্থানীয় এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্তকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

সাসপেনশন প্রত্যাহার হওয়ায় খুশি জুনিয়র ডাক্তাররা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রিঙ্গার্স লেকটেট বিতর্ক ও প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় সাসপেন্ড হওয়া ৭ জন জুনিয়র ডাক্তারদের ওপর থেকে সাসপেনশন তুলে নেওয়া হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার ধনধান্য অডিটোরিয়াম থেকে সাসপেনশন তুলে নেওয়ার এই ঘোষণা করে বলেন, এইসব জুনিয়র ডাক্তারদের একটা ভবিষ্যৎ রয়েছে। সে কথাও ভেবেই সাসপেন তুলে নেওয়া হল। এরাই একদিন সিনিয়র ডাক্তার হবেন। গত ৮ জানুয়ারি মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের মাতৃমা বিভাগে ৫ জন প্রসূতির সিজার করা হয়। তাদের মধ্যে মামনি রুইদাস নামে একজনের মৃত্যু হয়।

এরপরে ওঠে স্যালাইন ও চিকিৎসা বিভ্রাট বিতর্ক। এই ঘটনায় ৭জন জুনিয়র চিকিৎসক সহ মোট ১৩ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড করেছিল স্বাস্থ্য ভবন।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী ধনধান্য অডিটোরিয়াম থেকে প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগের পিজিটি মৌমিতা মণ্ডল, শ্বেতা সিং, ভাগ্যশ্রী কুন্ডু, সুশান্ত মণ্ডল, পূজা সাহা এবং অ্যানাস্থেশিয়া বিভাগের মনীশ কুমার ও জাগৃতি ঘোষের ওপর থেকে সাসপেনশন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন। মেদিনীপুরে এই খবর পৌঁছনোর পর খুশি হয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা।

খানাকুলের আলু জমি প্লাবিত হওয়ায় রাজ্যের সেচ দপ্তরকে দায়ী করলেন বিজেপি বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: অসময়ে নদীর অস্থায়ী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত এলাকা। কয়েকশো বিঘা আলু জমি তলের তলায়। ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষিদের পাশে থাকার আশ্বাস বিজেপি নেতৃত্ব। সোমবার আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি তথা পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ আরামবাগ মহকুমার খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের প্লাবিত এলাকা পরিদর্শন করেন। বিমানবাবু সরাসরি রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের ব্যর্থতাকে দায়ী করেন। তিনি আরও দাবি করেন, সঠিক সময়ে ভাঙা বাঁধ মেরামত করা হলে এই ভাবে চাষিদের জমি প্লাবিত হত না। এর জন্য এক মাত্র দায়ী রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তর।

খানাকুল বিধানসভার অন্তর্গত চিংড়া পঞ্চায়েতের বলাইচকে রাজ্য সরকারের উদাসীনতায় নদী বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। জানা গেছে, এদিন তাঁর সঙ্গে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন খানাকুল ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির (বিজেপি) সভাপতি রুম্পা মণ্ডল সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। এদিন রাজ্য সরকারের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের দাবি তোলেন তারা।বিজেপি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাস্তায় নামবে বলে হুমকি দেয় বিজেপি নেতৃত্ব । এই বিষয়ে বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, ২০২৪ সালে বন্যায় মুন্ডেশ্বরী নদীর বাঁধ ভেঙে যায়। প্রায় আট নয় মাস কেটে গেল কিন্তু রাজ্যের সেচ দপ্তর কোনও কাজ করল না। বাঁধ বাধা হল না। স্বাভাবিকভাবেই ভাঙা বাঁধ হওয়ায় প্লাবিত করল এলাকা। অপরদিকে এদিন আরামবাগ মহকুমা শাসকেরর উদ্যোগে একটি প্রতিনিধি দল খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের প্লাবিত এলাকা পরিদর্শন করে এবং চাষিদের আলু যাতে সরকারিভাবে কেনা যায় সেই আশ্বাস দেন।

দুর্দান্ত বলে শুভমনকে আউট করেও সমালোচনায় বিদ্ধ পাক স্পিনার আবরার

নিজস্ব প্রতিনিধি: সমালোচনায় বিদ্ধ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সফলতম বোলার আবরার আহমেদ। ১০ ওভার বল করে ২৮ রান দিয়েছেন ২৬ বছরের লেগ স্পিনার। ২২ গজে থিতু হয়ে যাওয়া শুভমন গিলকে আউট করেছেন প্রতিযোগিতার অন্যতম সেরা বলে। তবু ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ আবরারের সমালোচনায় মুখর। ওয়াসিম আক্রমের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটারও বিরক্ত তাঁর উপর।

পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে এক মাত্র বিশেষজ্ঞ স্পিনার আবরার। দেশের হয়ে এখনও পর্যন্ত ১০টি টেস্ট, ন'টি এক দিনের ম্যাচ এবং সাতটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন ২৬ বছরের লেগ স্পিনার। পাকিস্তানের স্পিন আক্রমণের নতুন ভরসা তিনিই। ভারতের বিরুদ্ধে মানসিক চাপের ম্যাচেও ভাল বল করেছেন। বলা যেতে পারে রবিবার তিনিই ছিলেন পাকিস্তানের অন্যতম সেরা পারফর্মার। তবু একটি ঘটনার জন্য সমালোচনায় বিদ্ধ হচ্ছে তিনি।

শুভমনকে আউট করার পর বিশেষ একটি ভঙ্গিতে মাঠ ছাড়তে বলেছিলেন আবরার। দু'টি হাত বুকের সামনে রেখে কাঁধ ঝাঁকিয়েছিলেন তিনি। একই সঙ্গে চোখ নাচিয়ে শুভমনকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, "কেমন লাগল!" তাঁর উচ্ছ্বাসের সেই ভঙ্গি ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। উইকেট নিয়ে সাধারণত এ ভাবেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন পাক স্পিনার। তা নিয়ে এত দিন কথা না উঠলেও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের পর সমালোচনা শুরু হয়েছে।

ভারতের ইনিংসের ১৮তম ওভারের তৃতীয় বলে শুভমনকে আউট করেন আবরার। লেগ স্পিনারের বল বুঝতে পারেননি ভারতীয় ওপেনার। বলের লাইনে ব্যাট নিয়ে গিয়েও বোল্ড হয়ে যান স্পিনে ঠকে। সে সময় আবরারের বলের প্রশংসা করেন ধারাভাষ্যকারেরা। নজর কাড়ে আবরারের উচ্ছ্বাস প্রকাশের ভঙ্গিও। তা নিয়ে আলোচনাও শুরু হয়। কিন্তু খেলার পর সেই আলোচনাই পরিণত হয়েছে সমালোচনায়। আক্রম বলেছেন, "আবরারের বলটা আমাকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু ওর উচ্ছ্বাসের ধরন আমার পছন্দ হয়নি। এই ধরনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার উপযুক্ত সময় এবং পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। দল জিতলে এ ভাবে আনন্দ করাই যায়। কিন্তু যখন দল সমস্যায় রয়েছে, তখন করলে মানা যায় না। এই সময় বিনয়ী থাকা উচিত। শান্ত থাকা উচিত। কিন্তু ওর মধ্যে তেমন কিছু দেখা যায়নি। আবরারকে কি কেউ এগুলো বলে দেয়নি!" বিরক্ত আক্রম আরও বলেছেন, "এই ধরনের উচ্ছ্বাস সব কিছু শেষ করে দেয়। ৭ রানে ৫ উইকেট নিলেও বুঝতাম। কিন্তু বিষয়টা দেখতে ভাল লাগেনি। টেলিভিশনেও নয়।" আক্রম বোঝাতে চেয়েছেন, আবরারের উচ্ছ্বাস প্রকাশের মধ্যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েছে। যা সময়োপযোগী ছিল না।

ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশও মনে করছেন আবরারের উচ্ছ্বাস প্রকাশের ভঙ্গি ভারতীয় শিবিরকে তাতিয়ে দেয়। তৃতীয় উইকেটে বিরাট কোহলি এবং শ্রেয়স আয়ারের ১১৪ রানের জুটি পাকিস্তানের সব আশা শেষ করে দেয়। মহম্মদ রিজওয়ানের দল জিতলে হয়তো অন্য রকম পরিস্থিতি হত। নায়কের সম্মান পেতেন আবরার।

বাবরকে 'ভণ্ড' বলে দিলেন ক্ষুব্ধ শোয়েব আখতার, মুগ্ধ কোহলির শতরানে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাবর আজমকে ভণ্ড বললেন শোয়েব আখতার। ভারতের বিরুদ্ধে ২৬ বলে ২৩ রান করেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক। তাতেই বাবরের উপর চটেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার। আবার বিরাট কোহলিকে নিয়ে নিজের মুগ্ধতা গোপন করেননি শোয়েব।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের পর হতাশা লুকিয়ে রাখতে পারেননি শোয়েব। পাকিস্তানের ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ বিরাট কোহলির সঙ্গে বাবরের তুলনা করেন। তা নিয়ে শোয়েব বলেছেন, কোহলির সঙ্গে বাবরের কোনও তুলনাই হয় না। শোয়েব বলেছেন, "কোহলিকে নিয়ে একটা বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। কোহলির আদর্শ কে? সচিন তেন্ডুলকর। যে ১০০টা শতরান করেছে। সচিনের ঐতিহ্যই বহন করছে কোহলি।" প্রাক্তন জোরে বোলার আরও বলেছেন, "বাবরের আদর্শ কে? টুক টুক করে খেলে। ভুল ক্রিকেটারকে হিরো হিসাবে বেছে নিয়েছে কিছু মানুষ। ভাবনা-চিন্তাতেই গলদ রয়েছে। ও প্রথম থেকেই ভণ্ড। আইসিসি ক্রমতালিকায় এক দু'দিন শীর্ষে থাকলেই নায়ক হওয়া যায় না। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেই প্রমাণ হয়ে গেল। ভুল ক্রিকেটারকে মাথায় তোলা হয়েছে।" নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে মন্থর ব্যাটিংয়ের জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন বাবর।

পাকিস্তানের ক্রিকেট নিয়েও হতাশা গোপন করেননি শোয়েব। তিনি বলেছেন, "পাকিস্তানের ক্রিকেট নিয়ে কথা বলতেই ভাল লাগে না। শুধু আয় করার জন্য কাজটা করতে হয় আমায়। আমি একটুও হতাশ নই। এটাই হওয়ার ছিল। সবাই ছ'জন বোলার খেলাচ্ছে। আর পাকিস্তান পাঁচ জন। তার মধ্যে দু'জন অলরাউন্ডার। টিম ম্যানেজমেন্টই নির্বোধ। ক্রিকেটাররাও তাই। জানেই না কী করতে হবে। কোহলি বা রোহিত শর্মার মতো দক্ষতাও নেই কারও।"

বাবরের সমালোচনার পাশাপাশি কোহলির প্রশংসা শোনা গিয়েছে শোয়েবের মুখে। তিনি বলেছেন, "এমন ইনিংস আগেও খেলেছে কোহলি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সব সময় ভাল খেলে। কোহলিকে অভিনন্দন। ও সত্যিই বড় ক্রিকেটার। সাদা বলের ক্রিকেটে রান তাড়া করতে ওস্তাদ। এখনকার ক্রিকেটের সেরা খেলোয়াড়। কোহলিকে নিয়ে কোনও সংশয় নেই। ওর সাফল্যে আমি খুশি। কোহলি প্রশংসার যোগ্য।"

শোয়েবের বক্তব্য, শুধু মুখে কোহলির সঙ্গে বাবরের তুলনা করে লাভ নেই। বাবর এখনও তেমন কিছু করেও দেখাতে পারেননি। কোহলির মতো খেলতে পারলে তবেই তুলনা যুক্তি সঙ্গত।

সেমিফাইনালে ভারত! নেই পাকিস্তান, বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাবা-মা দু'জনেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। থাকতেন বেঙ্গালুরুতে। সেই শহরে এখনও থাকেন তাঁর দাদু-দিদা। সেই রাচিন রবীন্দ্রের ব্যাটে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে উঠে গেল ভারত। সোমবার নিউ জলিয়্যান্ড বাংলাদেশকে হারানোয় ভারতকে নিয়েই তারা শেষ চারে উঠে গেল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ছুটি হয়ে গেল বাংলাদেশ এবং আয়োজক দেশ পাকিস্তানের। আগে ব্যাট করে বাংলাদেশের তোলা ২৩৬/৯-এর জবাবে ৪৬.১ ওভারে সেই রান তুলে দিল নিউ জলিয়্যান্ড।

ত্রিদেশীয় সিরিজে ক্যাচ ধরতে গিয়ে কপাল ফেটে গিয়েছিল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে পারবেন কি না সেটা নিয়েই সংশয় ছিল। চোট না সারায় প্রথম ম্যাচে খেলতে পারেননি। দ্বিতীয় ম্যাচে ফিরেই শতরান করলেন রাচিন। কেন তাঁকে কিউয়িরা এত গুরুত্ব দেয়, তা আর এক বার বোঝা গেল। আইসিসি প্রতিযোগিতায় মাত্র ১১টি ম্যাচ খেলে চারটি শতরান হল রাচিনের। নিউ জলিয়্যান্ডের কোনও ক্রিকেটারের এই কৃতিত্ব নেই। ২০২৩ এক দিনের বিশ্বকাপে তিনটি শতরান করেছিলেন রাচিন। নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটনে এক ভারতীয় পরিবারে জন্ম রাচিনের। তাঁর বাবা রবি কৃষ্ণমূর্তি পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। মা দীপা গৃহকর্ত্রী। ১৯৯০-এর দশকে বেঙ্গালুরু থেকে ওয়েলিংটনে চলে আসেন রবি। সেখানে তিনি হাট হক্স ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। বেঙ্গালুরুতে থাকায় সময়েই ক্রিকেটের প্রতি ঝোঁক ছিল রবির।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

শেষ শাহি স্নান করতে প্রয়াগের পথে পুণ্যার্থীরা

মিলন গোস্বামী ● অযোধ্যা

রাত পোহালেই শুরু মহাকুম্ভের শেষ শাহি স্নান। ১৪৪ বছর পর মহাকুম্ভের শেষ শাহি স্নান করতে প্রয়াগের পথে পুণ্যার্থীরা। ২৬ ফেব্রুয়ারির শাহি স্নানের সময় যত এগিয়ে আসবে পুণ্যার্থীরা আরো বেশি করে ভিড় জমাবেন আর এই বাড়তি ভিড় সামলাতে প্রস্তুত যোগীর প্রশাসন। যোগীর পুলিশ সোমবার প্রয়াগের পাশাপাশি ভিড় সামলাতে হিমশিম খায় অযোধ্যায়। হনুমানগড়ি, রামমন্দিরে দেশের বাইরে থেকেও ভক্তেরা এসেছেন। প্রয়াগের স্নান সেরে ওঠার আগেই অনেকেই অযোধ্যায় এসে রামমন্দির হনুমানগড়ি, সীতা কি রসুই, দশরথ ভিলা চাক্ষুস দর্শন করছেন। কেউ কেউ প্রয়াগের স্নান সেরে এসে রামমন্দির দর্শন করছেন। ফলে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ভিড়। প্রশাসনের আশা, শিবরাত্রির দিন মহাকুম্ভে ভিড় রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে।

কুম্ভ থেকে ফেরার পথে মধ্যপ্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৬

জবলপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান সেরে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হল অন্তত ছ'জন পুণ্যার্থীর। আহত আরও দু'জন। একটি জিপে চেপে ফিরছিলেন তাঁরা। সোমবার সকালে মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে একটি বাসের সঙ্গে ধাক্কায় উল্টে যায় জিপটি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুণ্যার্থীরা সকলেই কর্নাটকের বেলাগাভি জেলার বাসিন্দা। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি তাঁরা সকলেই একটি জিপ ভাড়া করে বেলাগাভি থেকে প্রয়াগরাজ যান। সেখানে পুণ্যস্নান সেরে বাড়ি ফিরছিলেন সকলে। ফেরার পথে জবলপুরের খিতোলা থানা এলাকার পাহরেভা গ্রামের কাছে দুর্ঘটনার মুখে পড়ে জিপটি। জবলপুরের কালেক্টর দীপক সাক্সেনা জানান, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে প্রাথমিক ভাবে অনুমান, জিপের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন। প্রথমে জিপটি জাতীয় সড়কের ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। পরে সেটি রাস্তার মাঝখানে চলে আসে। তখন উল্টো দিক থেকে আসা একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুমড়ে-মুচড়ে যায় গাড়ির সামনের অংশ।

ঘটনাস্থলেই ছ'জন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়। অন্য দু'জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে শিহোরার একটি মেডিক্যাল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের জবলপুর মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসা চলছে। দুর্ঘটনা নজরে আসতে প্রথমে স্থানীয়েরাই উদ্ধারকাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে পরে দুর্ঘটনাস্থলে যান কালেক্টর এবং পুলিশ সুপার।

উল্লেখ্য, চলতি মাসে এই জবলপুরেই সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় সাত পুণ্যার্থীর। তাঁরাও প্রয়াগরাজে কুম্ভে পুণ্যস্নান সেরে ফিরছিলেন। একটি ছোট বাসে করে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে কুম্ভে গিয়েছিল প্রায় ২৫ জনের একটি দল। ফেরার পথে শিহোরার কাছে একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বাসটির।

QUOTATION INVITED

Quotation is invited from eligible Architects & Engineers for Soil Test, Building Plan sanctioning for (G+4) residential building of HIG-400 SQMTR from NKDA and Supervision of Residential Building Construction of Eight Door Cooperative Housing Society Ltd. At Plot No: IIB-483 Premises No: 20-0504 Action Area IIB, Kolkata within 15 days from the Publication of this Advt.
Email the Details to:
gaziengg@gmail.com

E-TENDER

E- Tenders invited by the Prodhan, Natna Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity), Natna, Nadia. **NIET No-8e/2024-2025, 9e/ 2024-2025),** Last date of submission **01.03.2025 up to 2p.m.** For details please contact to the Office or visit www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan,
Natna Gram Panchayat.

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur, P.O- Haribhanga, P.S & Dist-Murshidabad
NIeT. No. 08/PGP/15th FC/Un-Tied/2024-25
Date of publishing: **24/02/2025 from 6.00 p.m** on **htpp://wbtenders.gov.in**
Bid downloading starts from: **24/02/2024 from 6.00 p.m.** Bid Downloading ends : **05/03/2025 up to 5.00 p.m.** Last date of Bid submission: **05/03/2025 upto 5.00 p.m.** Technical Bid opening date: **08/03/2025 at 11.00 a.m**
For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

Office of the
Maricha Gram Panchayat
Vill.-East Dhania , P.O.- Mashunda
P.S.- Amdanga, North 24 Parganas.

NOTICE INVITING TENDER
e-NIT No.
1. MAR/444/15TH FC/2025
2. MAR/445/15TH FC/2025
3 MAR/446/15TH FC/2025
4 MAR/465/15TH FC/2025
dtd. 24-02-2025
The Prodhan, Maricha Gram Panchayat, Amdanga Dev. Block,North 24 PGS. invites e-tender from the eligible contractors for the 01 nos. work UNDER UN TIED.FUND and 03 nos work under TIED FUND. Bid submission closing (online) : **04-03-2025 upto 17.00 IST** For details Information / downloading /uploading etc. may visit the website:-
http://etender.wb.nic.in or
http://etendesr.gov.in
Sd/- Prodhan
Maricha Gram Panchayat
Amdanga Dev. Block, North 24 pgs.

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur, P.O- Haribhanga, P.S & Dist-Murshidabad
NIeT. No. 09/PGP/15th FC/ Tied/2024-25
Date of publishing: **25/02/2025 from 10.00 a.m** on **htpp://wbtenders.gov.in**
Bid downloading starts from: **25/02/2025 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **11/03/2025 up to 3.00 p.m.** Last date of Bid submission: **11/03/2025 upto 3.00 p.m** Technical Bid opening date: **13/03/2025 at 3.30 p.m**
For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

৩য় সিভিল জজের আদালত
(সিনিয়র ডিভিশন) আলিপুর টাইটেল স্যুট নং
০০১০৯-২০১৩ সালের (ক্রম নং ১-২০১৩ সালের)
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ১৯৫৫ সালের স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া আইন অধীনে গঠিত একটি কর্পোরেট বডি, রেজিস্টার্ড অফিস স্থানীয় : সমৃদ্ধি ভবন, ১, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা ৭০০০০১ এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রাজা বাগান ডক ইয়ার্ড শাখায় ব্যবসায়িক কাজকর্ম পরিচালনায় রত, ৪৪ গার্ডেন রিচ, থানা : মেটিয়াব্রুজ, কলকাতা : ৭০০০৪৪ এবং স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা আরাধনা বিল্ডিং, ৪র্থতল, ২/১ রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০৭১ অ্যাকাউন্ট পরিচালিত।
---- আবেদনকারী
বনাম
হাফিজুল্লা, পিতা প্রয়াত সানাউল্লা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জেড-৩/১২৯, ডা.এ কে রোড, পো : বাদারতলা, থানা : নদিয়াল, কলকাতা : ৭০০০৪৪
---- বিবাদি
অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে, আবেদনকারী আপনার বিরুদ্ধে ৩,৪৫, ৪৩৮.০০ টাকা দাবির নির্দেশ ডিক্রির জন্য আবেদন করেছে ফলে আপনাদের সংশ্লিষ্ট আদালত সমীপে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে নির্দেশিত মতে আইনজীবী মারফত হাজির হয়ে সংশ্লিষ্ট মামলা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরদান বা যে ব্যক্তি উত্তরদানে সমর্থ তার সাহায্য গ্রহণ ২৭ মার্চ ২০২৫, সকাল ১০.৩০ টায় সংশ্লিষ্ট দাবির বিষয়ে উত্তর দিতে, এবং আরও আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে সমন মারফত অবগত করা হচ্ছে উক্ত দিনে আপনার সমর্থনে লিখিত এবং যাবতীয় নথি সমর্থিত মতে বা আপনার সমর্থনের ভিত্তি বা দাবির বিরুদ্ধে পাল্টা দাবি এবং অন্যান্য যেসকল নথির উপর আপনার পাল্টা দাবির ভিত্তি রয়েছে তার তালিকা লিখিত বিবৃতির সঙ্গে সংযোজিত করতে। আরও অবগত হোন, সংশ্লিষ্ট তারিখে এবং সময়ে আপনাদের অনুপস্থিতির মামলার শুনানি হবে এবং আপনাদের অনুপস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
তারিখ : ০৩.০১.২০২৫
সেরেস্তাদার
৩য় সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)
আলিপুর

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইএন/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি. ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ : ৩৫৭_২০২৪-২৫, তারিখ ২১.০২.২০২৫। কাজের বিবরণ:** বর্ধমান - বর্ধমানে ট্রাফিক সুবিধার কাজ (ওয়ার্কস অংশ)। **আনুমানিক ব্যয়:** ৬,৬৭,৫৩,৪৩৩.১৯ টাকা। **বায়না মূল্য:** ৪,৮৩,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১২ মাস। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য:** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ১৭.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-628/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

N.I.T. NO. – UKM/005/WW/2024-2025, DATED – 25.02.2025. 1. 100 mm dia D.I. Pipe Line Shifting under the Drain at Makhla in ward no. 22 under Uttarpara Kotrung Municipality. 2. 300 mm dia and 200 mm dia Pipe line inter connection at Makhla Sasthitala in ward no. 20 under Uttarpara Kotrung Municipality. 3. Supplying, Fiting & Fixing 3 H.P. Mono block pump motor set and allied 50 mm dia pipe line works at Makhla trenching ground in ward no. 20 under Uttarpara Kotrung Municipality. 4.Construction of under ground water tank and allied pipe line work at makhla trenching ground in ward no. 20 under uttarpara kotrung municipality . 5. Supplying , Fiting & Fixing 1.5 h.p. Pressure Pump and 40 mm dia Pipe Line Work at Hari pukur Math in ward no. 01 under Uttarpara Kotrung Municipality. 6. Supplying, Fiting & Fixing Water Tank, 0.5 h.p. pump motor and allied pipe line work at Hari pukur Club in ward no. 1 under Uttarpara Kotrung Municipality. Bid Submission closing Date – **19.03.2025. before 1.00 p.m.** For More Details – Visit www.**uttarparamunicipality.in**
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender 2nd Call
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-25/2024-25, Sl. 1-4, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-26/2024-25, Sl. 1-3 & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-27/2024-25, Sl. 1-6, Date-24.02.2025. Bid Submission Start Date : **25.02.2025 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **05.03.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **07.03.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

Baruipara Paltagarh Gram Panchayat
Vill+ P.O.- Baruipara, P.S.- Singur, Dist.- Hooghly
Notice Inviting e-Tender
Prodhan, Baruipara Paltagarh Gram Panchayat invites e-Tender under **NIT No.- 28/BP (Sl.- 1-8) & 29/BP (Sl.- 1-3), Date : 24.02.2025.** Fund- **15th FC (Untied), 5th SFC (Untied)**. Tender Dropping Start Date (Online): **24.02.2025 on 06.00 PM.** Tender Dropping End Date (Online): **10.03.2025 up to 06.00 PM.** Tender Opening Date (Technical) : **13.03.2025 at 09.00 AM onword.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Baruipara Paltagarh Gram Panchayat

Notice Inviting e-Tender
NIT No.: JOY2/13 of 2024-25, Date: 17.02.2025. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-Tender of 5 nos. of Work vide **Tender Id: 2025_ZPHD_818593_1 to 2025_ZPHD_818593_5** and Last Date of Bid Submission is **03.03.2025.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-এসডিএএইচ-কন-জিইএনএল-১৬৮-২০২৪-এনআইটি, তারিখ ২১.০২.২৫। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি এবং পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকা বৈধ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর'স লাইসেন্স আছে এরূপ অভিজ্ঞ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টরদের, অংশিদারী সংস্থা ইত্যাদির নিকট থেকে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এসডিএএইচ-কন-জিইএনএল-১৬৮-২০২৪। কাজের নাম:** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনে নৈহাটি থেকে রানাঘাট ৩য় লাইনের জন্য রানাঘাট ইয়ার্ডের রিমডেলিং, কাঁচরাপাড়া টিএসএস-এর জন্য বৈদ্যুতিক (জি) কাজ এবং কল্যাণী থেকে রানাঘাট ৩য় লাইনের অবশিষ্ট কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান :** ৪,১১,৫০,০৬৫ টাকা। **বায়নামূল্য :** ৩,৫৫,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য :** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ১২ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৫.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। উপরিল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে অথবা তার পূর্বে এই টেন্ডারের উপরোক্ত টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য এবং বায়নামূল্য অনলাইনে জমা সাপেক্ষে **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং দর জমা করা যাবে। এই টেন্ডার সাপেক্ষে -তে উপরিল্লিখিত সকল নথি সহ সম্পূর্ণ টেন্ডার উপরোক্ত **www.ireps.gov.in** -এর আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল গৃহীত হবে তা সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। টেন্ডার নথিপত্র, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত বিবরণ, সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য সকল মৌলিক তথ্য **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। এই টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, শিয়ালদহ, ৩য় তল, আরএমএস ভবন, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪-এর কার্যালয়ের নোটিস বোর্ডেও দেখা যাবে। (CON-90/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: NGP-10/2024-2025 Dated: 21-02-2025.** The last date for on-line submission of tender is **08-03-2025 (Saturday) upto 14:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
2nd Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. EQ. No. 25/WS/ AMRUT2.0/AMC/24-25 & N.I.E. ET. No. 32/WS/ AMRUT2.0/AMC/24-25
Bid Submission period: 04.03.25 instead of 21.02.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in
WB-HMC/NIT/ED/24/EE-II/24-25 তারিখ : ২১.০২.২০২৫
ই-টেন্ডার নোটিশ (সেকেন্ড কল)
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রোডস), **এইচএমসি- হাওড়া পৌর নিগম অধীন এলাকায় সিমেন্ট কংক্রিট (আরএমসি এম-৪০) বেলিলিয়াস রোডের উন্নয়ন কাজের জন্য** একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাদি উপলব্ধ ই-টেন্ডার নোটিশ এবং ইই-১১ বিভাগীয় ওয়েবসাইট : **https://wbtenders.gov.in** (টেন্ডার আইডি : **2025_MAD_818783_1**)। টেন্ডার (অনলাইন) দাখিলের শেষ তারিখ : ১৩.০৩.২০২৫ বিকেল ৫ টা। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
১৮১(৩)/২৪-২৫
২৪.২.২৫
সেক্রেটারি
হাওড়া পৌর নিগম

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(i) N.I.Q No- WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Scheme /N.I.Q-17/2024-25 Memo No.-3680/PWD/BM/2024-25 Dated. 24.02.2025
Name of the Work- 4 (Four) No to Total Work Sl. 1 & 2 Procurement of E-Riska -2 Nos 3 & 4 Procurement of Tires, Tube and Stepney Set Under Bolpur Municipality
(2) N.I.Q No-WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Scheme/NIT- 38/2024-2025 Memo No:- 3681/PWD/BM/2024-2025 Dated.24.02.2025
(i) Installation Street Light On Dumping under Bolpur Municipality (ii) Clearing of mixed soild waste at the approach road of dumping ground under Bolpur Municipality. **Last Date of Submission 05.02.2025.** or details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:-**www.bolpurmunicipality.org.**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY
VILL.+P.O.- HARINAVI, P.S.- SONARPUR. DIST-SOUTH 24 PARAGANAS, WEST BENGAL. Phone no: 2477-9245
SHORT TENDER NOTICE
NIT NO: WBMAD/ULB/RSM/WS/562/24-25, Dated. 24.02.2025
E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for Sinking of Big dia Tube Well (300mmx200mm dia) depth upto 300 meter with UPVC pipe at juntion point of Aghore Sarani and Kumorpara Road in ward No. 17 under Rajpur Sonarpur Municipality. Date of uploading, submission end and technical opening of tender paper are 25" February 2025, 11 March 2025 and 13 March 2025 respectively. For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in.**
(Dr. Pallab Kumar Das)
Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

দি সাঁত্রাগাছি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
কোনা রোড, ষষ্টিতলা, সাঁত্রাগাছি , হাওড়া-৭১১১০৪
দূরভাষ ঃ- ২৬২৭-২৮৬৭/২০৯৪
স্বর্ণ-নীলাম বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ানুযায়ী ষষ্ঠীতলাস্থিত ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ে নিম্নলিখিত অনাদায়ী স্বর্ণ বন্ধকী ঋণ সমূহের সোনার গহনা, প্রকাশ্য নীলামরের মাধ্যমে বিক্রয় করা হইবে। নীলামে অংশগ্রহণকারী ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নীলাম অনুষ্ঠানের অন্তত ৩ দিন পূর্বে ব্যাঙ্ক কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া ঐ নীলাম সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে পূর্বে অথবা নীলাম চলাকালীন সময়ে স্থগিত রাখিবার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের রহিল। এই সম্পর্কে ঋণগ্রহীতাগণের অথবা আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী গণের নিকট হইতে ব্যাঙ্ক কোনরূপ নিবেদন পত্র গ্রহণ করিবে না।
নীলামের তারিখ, সময় ও স্থান ঃ- ইং ১ লা মার্চ ২০২৫ (শনিবার), বৈকাল ৩ ঘটিকায়, ষষ্ঠীতলাস্থিত প্রধান কার্যালয়ে স্থির করা হইয়াছে।
লোন একাউন্ট নম্বর ঃ-
১৩১/৩৯৯৯৬, ১৩১/৪০০২০, ১৩১/৪০০২৭, ১৩১/৪০০৩৫, ১৩১/৪০০৩৮, ১৩১/৪০০৫৯, ১৩১/৪০০১২, ১৩১/৪০০০৪, ১৩১/৩৯৯৯৫ ১৩১/৩৯৯৫৮, ১৩১/৩৯৮১০, ১৩১/৩৯৬৬৯। ২৩১/ ০৪০২৩, ২৩১/ ০৩৯৩১, ২৩১/ ০৩৮৮২, ২৩১/ ০৪০২৮, ২৩১/ ০৩৯৯৭। ২০৫/ ০০৪২৭।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

উচ্চমাধ্যমিকের পর পরীক্ষার্থীদের সামনে নানা সুযোগ

এদিকে আবার নয়া শিক্ষা নীতির হাত ধরে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে খুলছে নিত্যনতুন দরজা। ২০২২ সালের ১২ এপ্রিল থেকে 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন' (ইউজিসি) বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেয়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একই সঙ্গে দু'টি পাঠক্রমে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে কোনও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কোর্সের পড়ুয়ারা চাইলে অন্য একটি বিষয়ে ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন। অতএব উচ্চমাধ্যমিক অর্থাৎ দ্বাদশ পাশ করার পরই ভাবতে হবে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে নিজেকে সমাজে এক বিশেষ স্তরে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব কি না।

সামনেই উচ্চমাধ্যমিক। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন ভবিষ্যতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার রাস্তা খুঁজতে। আর সেই কারণে উচ্চ মাধ্যমিকের পর বাফ ছেড়ে বাঁচার উপায় নেই। উল্টে যেন দায়িত্বের এক বিরাট অদৃশ্য বোঝা চাপে কাঁধে। এদিকে বাংলা তো দূর অস্ত এমনকী ভারতেও চাকরির অবস্থা বড়ই করুণ। ফলে কোন রাস্তায় গেলে উচ্চশিক্ষার পর ভবিষ্যতে কিছু করা যাবে তার সুলুকসন্ধান খুঁজতে ব্যস্ত পরীক্ষার্থীরা। ছেলেমেয়ে কোন পথে পড়লে সহজে মিলবে চাকরি, সে চিন্তায় ঘুম ওড়ে প্রায় সব অভিভাবকেরই।

প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক উচ্চমাধ্যমিকের পর কোথায় কী সুবিধা রয়েছে তা দেখে নেওয়া যাক। তবে শিক্ষাবিদরা জানাচ্ছেন, কলা হোক বা বিজ্ঞান, কমার্স হোক বা কোনও কারিগরি শিক্ষা যে কোনও শাখাতেই মনোযোগের সঙ্গে পড়লে সহজে মিলতে পারে চাকরি। সেক্ষেত্রে

উচ্চমাধ্যমিকের পর স্নাতক কোর্সগুলিতে যে কোনও শিক্ষার্থী বেছে নিতে পারেন সাহিত্য, অর্থনীতি, ভূগোল, চলচ্চিত্র, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন, দর্শন, ভাষাতত্ত্বের মত বিভিন্ন বিষয়। এছাড়াও উচ্চমাধ্যমিকের বিষয় হিসাবে অঙ্ক থাকলে, শিক্ষার্থীরা সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পথেও হাঁটতে পারেন। বর্তমানে বি-টেক ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার এক জনপ্রিয় ধারা। এই ধারায় পড়া শেষ করার পর বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা বা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি পাওয়া সহজ হয়ে যায়।

উচ্চমাধ্যমিক পাশের পরই সামনে থাকে বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা। একদিকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন শাখায় ভর্তি হওয়ার জন্যে সর্বভারতীয় স্তরে পরীক্ষা নেওয়া হয়। আবার অন্যদিকে ডাক্তারি শিক্ষার জন্যেও পরীক্ষা হয় সর্বভারতীয় স্তরে। এখানেই শেষ নয়। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যে গঠনতন্ত্রের দরকার পড়ে অর্থাৎ বিভিন্ন সরকারি পরীক্ষাতেও অংশগ্রহণ করা যেতে পারে। অতএব উচ্চমাধ্যমিকে শেষ হলেই শুরু করে দিতে হবে প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি। এছাড়াও ইউপিএসসি-র মত ভারতবর্ষের কঠিনতম পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারেন যে কোনও শিক্ষার্থী।

এদিকে আবার নয়া শিক্ষা নীতির হাত ধরে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে খুলছে নিত্যনতুন দরজা। ২০২২ সালের ১২ এপ্রিল থেকে 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন' (ইউজিসি) বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেয়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একই সঙ্গে দু'টি পাঠক্রমে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে কোনও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কোর্সের পড়ুয়ারা চাইলে অন্য একটি বিষয়ে ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন। অতএব উচ্চমাধ্যমিক অর্থাৎ দ্বাদশ পাশ করার পরই ভাবতে হবে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে নিজেকে সমাজে এক বিশেষ স্তরে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব কি না।

তবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ক্ষেত্রে রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি রাস্তা। যার জন্য উচ্চমাধ্যমিক বা দ্বাদশ পাশ করার পর শিক্ষার্থীরা সাহিত্য, অর্থনীতি, ভূগোল, চলচ্চিত্র, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন, দর্শন, ভাষাতত্ত্বের মত চিরাচরিত বিষয় নিয়ে যেমন পড়াশোনা করতে পারেন, তেমনই ডিজিটাল মিডিয়া এবং জ্ঞাপন, ভ্রমণ ও পর্যটন ব্যবস্থাপনা, ফ্যাশন ডিজাইনিং, অ্যানিমেশন ডিজাইনিং, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের মতো কোর্সেও ভর্তি হতে পারে। এছাড়াও ফটোগ্রাফি, ওয়েব ডিজাইনিং, অ্যানিমেশন, জেমোলজি-এর মত বিষয় নিয়েও পড়াশোনা করে কার্যগত দক্ষতা বাড়ানো যেতে পারে।

উচ্চ শিক্ষার জন্য পাড়ি দেওয়া যেতেই পারে বিদেশে

দেশে উচ্চ শিক্ষার খরচ অনেক ক্ষেত্রেই বেশি। শুধু কী তাই, বিদেশ থেকে পড়াশুনা করলে সম্মানটাও বেশ অনেকটাই বেশ মেলে। ফলে বিদেশে পড়তে যাওয়ার শখ অনেকেরই থাকে। কিন্তু উপযুক্ত গাইডেন্স না পাওয়ায় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক পড়ুয়া স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন না। এর ওপর ইউরোপ বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষার খরচ অত্যন্ত বেশি। স্কলারশিপের অঙ্কও খুব একটা কুলোতে পারে না সেমেস্টার ফি। শুধু কী তাই! অনেকেই উচ্চ সুদে লোন নেন বিদেশে পড়াশোনার জন্য। শোধ দিতে না পারলে বড় বিপদের মুখে পড়েন অনেক পড়ুয়া। বাতিল হতে পারে ভিসাও। তবে এমন জায়গাও অবশ্যই আছে, যেখানে গেলে বিদেশের ডিগ্রিও আসবে আবার খুব সস্তায় হবে। এই সব দেশে পড়াশুনার খরচ আমাদের দেশের থেকে কম। যদি ক্লাস টুয়েলভের পরেই বিদেশে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে ভাবেন, তবে আপনার জন্য ৫টি সস্তার কলেজের সন্ধান দেওয়া যাক।

ব্রাজিল

যদি অর্থনীতি বা ইকোনমিক্স নিয়ে পড়তে চান, অবশ্যই ব্রাজিল সেটা জায়গা। স্টুডেন্ট ভিসায় অত্যন্ত সস্তায় এখানে পড়তে পারবেন।
কানাডা বর্তমানে সবচেয়ে বেশি চাহিদা রয়েছে এই দেশে গিয়ে পড়াশোনা করার। ৩ বছর থাকলেই এখানে মিলবে নাগরিকত্ব। সমস্ত বিষয় নিয়েই পড়ার সুবিধে এখানে বেশি।

নিউজিল্যান্ড

যদি ইঞ্জিনিয়ারিং আপনার স্বপ্ন হয়, তবে নিউ জিল্যান্ডের কলেজে অ্যাপ্লাই করুন। সেখানে সবচেয়ে সস্তা এই কোর্স।

গ্রিস

ইউরোপে গ্রিস হল সবচেয়ে সস্তার জায়গা, যেখানে নাগরিকত্ব পাওয়া সহজ। বহু বিদেশি ছাত্রছাত্রী এখানে উচ্চ শিক্ষা নিতে আসেন।

জার্মানি

যত দিন যাচ্ছে, জনপ্রিয়তা পাচ্ছে জার্মানিতে উচ্চ শিক্ষা। দর্শন, সাহিত্য-সহ যে কোনও বিষয় নিয়ে এখানে পড়তে পারেন। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, QS World University Ranking অনুযায়ী ১৬টি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা ২৫০টির তালিকায় রয়েছে।

যদি ক্লাস টুয়েলভের পরেই বিদেশে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে ভাবেন, তবে আপনার জন্য ৫টি সস্তার কলেজের সন্ধান

মেডিক্যাল কলেজের B.Sc নার্সিং (প্রথম সেমিস্টার) বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সমাজতত্ত্বের কিছু সাজেশন মূলক প্রশ্ন-২০২৫

জয়দেব বেরা

WBNC–INC–WBUHS -এর সিলেবাসের উপর ভিত্তি করে লেখা। Question pattern (Total 37 Marks) MCQ 6×1=6 Msrks– Short Notes 3×5=15 Msrks–Very Short Notes 3×2=6 Msrks–Long Essay 1×10=10 MsrksV

A. Answer the following questions (very short) (Marks-2)

1. Define sociology.
2. Define community.
3. What is personal disorganizationÚ
4. Define social group.
5. Difference between society and community.
6. What is quasi groupÚ
7. Define cooperation and competition.
8. Define socialization.
9. Rural/Village community.
10. Difference between culture and civilization.
11. What is isolationÚ
12. What is social stratificationÚ
13. Define caste system.
14. What is classÚ
15. Differentiate between caste and class systemÚ
16. Social Organization.
17. What is social system
18. What is poverty
19. What is juvenile delinquency
20. What is association and institutionÚ

BV Answer the following questions (Short Notes) (Marks-5)

1. Society and Social disorganization.
2. Prostitutions and HIV.
3. Substance abuse/Addiction.
4. Accommodation & Assimilation.
5. Child labour and Dowry.
6. Differential between primary & secondary groups.
7. Discuss the health problems in rural and urban community.
8. Describe various functions of family.
9. Describe various types of family.
10. Discuss the various legislation and custom on marriage in India.
11. What is race Describe criteria for racial classification.
12. Explain role of nurse in reducing social problems and enhancing coping among individuals and groups.
13. What are the definition and functions of clinical sociologyÚ
14. Vulnerable group (Elderly– Handicapped–SC–ST & Minority.)
15. Discuss the merits & demerits of caste system in India.

CV Answer the following questions (Long Essay) (Marks -10)

1. Define cultural lag.Various types of social processes.
2. What is social groupÚ Discuss briefly the classification of social group.
3. What is cultureÚHow does culture influence on health and disease of manÚ
4. Define family. Briefly discuss influence of family– marriage on health and health practices.
5. What do you mean by social mobilityÚ What are the types of social mobility with exampleÚ
6. Difference between nuclear and joint family.Write a brief note on the influence of class–caste and race system on the health.
7. Define Marriage.What are the types of MarriageÚ
8. What is social control Explain the formal and informal means of social control/major agencies of social control.
9. Define illiteracy.Diversity & Uniformity of culture.
10. Difine social change.Agencies of Socialization.

লেখক : অতিথি অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব,
গভর্মেন্ট কলেজ অফ নার্সিং, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটাল, উলুবেড়িয়া এবং মাতঙ্গিনী গভর্নমেন্ট কলেজ অফ নার্সিং,তমলুক এবং বই